কালপুরুষ

রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত
কবিতার সংকলন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

গ্রন্থবিতান
কলকাতা ২৬

প্রকাশক : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৪ স্টেশন রোড, কলকাতা ৩১

পরিবেশক : গ্রন্থবিতান
৭৩বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা ২৬

প্রচ্ছদশিল্পী : দেবল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৭, আগস্ট ১৯৬০

মূল্য : তিন টাকা

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

॥ ভূমিকা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিবেদিত বাংলা কবিতার সংকলন ইতঃপূর্বেও প্রকাশিত হয়েছে। তৎসত্ত্বে, তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় দেড় যুগ পার হ'য়ে, আমাদের ইতিহাস-চেতনাকে যখনই অনুভব অথবা অনুসরণ করতে গিয়েছি, তখনই মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় ক'রে আরেকটি কবিতার সংকলন প্রকাশ করা এখন কর্তব্য। পূর্বেকার গ্রন্থগুলিতে সাধারণতই যে-সব কবিতা সংকলিত হয়েছে, তাদের ধ্যান এবং ধারণাকে মোটামুটি একটিই উৎসের দিকে প্রবহমান দেখেছি—সেই উৎস কবি রবীন্দ্রনাথ। এক যুগ আগে পর্যন্ত পূর্বসূরী কবিরা এবং আজও আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে কবিতা রচনা করছেন, তাতে এই কালপুরুষ নক্ষত্রের কবিমূর্তিটিই (এবং কদাচিৎ তাঁর শান্তিনিকেতনের ঋষিমূর্তিটি) তাঁরা চেতনায় ধারণ ক'রে আসছেন ব'লে মনে হওয়া স্বাভাবিক। অথচ, রবীন্দ্রনাথ তো শুধুই কবি অথবা শান্তিনিকেতনের সেই ঋষি-মানুষটিই নন, জীবন অনুভবের যন্ত্রণা ও আনন্দকে তিনি আরো নানাভাবে প্রকাশ করেছেন—গান লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন, গল্প উপন্যাস নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন, অভিনয় এবং নৃত্য-নাট্যের অনুষ্ঠান করেছেন। আজকের তরুণ কবিরা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মুগ্ধ, সন্দেহ নেই; কিন্তু কবিতার বাইরেও যে তাঁর প্রতিভার অন্য আশ্রয় এবং উপকরণ আছে, এজন্যও তাঁরা গভীর আনন্দ অনুভব করেন। তাঁদের কাব্যরচনায় তাই রবীন্দ্রনাথের গান, ছবি, নাটক, এমনকি তাঁর জীবনী থেকেও প্রেরণা আসে। এখানে পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধানিবেদনের সঙ্গে তরুণতর কবিদের কবিতায় একটি স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। পূর্বেকার সংকলনগুলিতে আজকের তরুণ কবিদের কোনো কবিতা নেই; এক যুগ আগে তা সম্ভবও ছিলো না। বর্তমান সংকলনে আমরা ইতিহাসের এই দিক্-পরিবর্তনকে অনায়াসেই উপস্থাপিত করতে পারছি; এবং এজন্য এই সংকলনটির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে ব'লে আমরা বিশ্বাস করি।

বর্তমান সংকলন-গ্রন্থের আরেকটি সার্থকতা আছে। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতার প্রসঙ্গে যে-সব কবির নাম সচরাচর আমাদের মনে আসে, তাঁদের অনেকের কবিতাই পূর্বেকার সংকলন-গ্রন্থগুলির অন্তর্গত হয় নি। জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিদের রচনাকে

বাদ দিয়ে বাংলা দেশের কোনো কবিতা-সংকলন আজ আর প্রকাশিত হওয়া সম্ভব অথবা বাঞ্ছনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁরা যে-সব কবিতা রচনা করেছেন, নানা দিক থেকেই তা বিশেষ মূল্যবান। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র রায় প্রমুখ কবিদের কবিতা আমরাই প্রথম সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্গত করলাম। আমাদের পরিশ্রমের এ পুরস্কার প্রাপ্তির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব'লেই আমরা মনে করি।

এই সংকলনের বিশেষ অভাব সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, অরুণ মিত্র, সমর সেন প্রমুখ কয়েকজন কবির অনুপস্থিতি। অনেক অন্বেষণ ক'রেও আমরা তাঁদের কবিতার সন্ধান পাই নি। কেউ কেউ জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁরা কোনো কবিতা রচনা করেন নি। এই অভাবের কথা বাদ দিলে আমাদের পরিশ্রম নানাভাবে পুরস্কৃত হয়েছে ব'লেই মনে করি। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এবং তাঁর মৃত্যুর পর বাংলা কবিতার স্বভাবে, বহির্বিন্যাসে, চালচলনে যে-সব ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে, আশা করি, এই সংকলন-গ্রন্থ তার কিছু কিছু প্রামাণ্য সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পেরেছে। অথচ বিভিন্ন যুগের দ্বারা চিহ্নিত বিভিন্ন কবিগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ঐতিহাসিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও স্বকীয় ধ্যান ও ধারণার মাধ্যমে প্রায় প্রত্যেক কবিই যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সার্থক এবং সুন্দর কবিতার সৃষ্টি করেছেন, এই প্রসঙ্গে সেই কথাটিও আমরা আনন্দের সঙ্গে উচ্চারণ করছি। এতে ক'রে আমাদের আরেকটি সিদ্ধান্তও এখানে প্রমাণ করা যায়; বাংলা কবিতার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং অর্জিত প্রতিভা দীর্ঘকালের মধ্যে কোনো সময়েই দ্বিধাগ্রস্ত অথবা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয় নি। একজন কবিকে নিবেদিত একাশিজন কবির কবিতা-সংকলনে আমাদের এই আশাবাদের প্রচুর সমর্থন পাওয়া যাবে ব'লেই আমরা বিশ্বাস করি।

১ শ্রাবণ, ১৩৬৭ : ১৭ জুলাই, ১৯৬০ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

॥ সূচিপত্র ॥

রবীন্দ্র-মঙ্গল : দেবেন্দ্রনাথ সেন ১
রবীন্দ্রনাথ : অক্ষয়কুমার বড়াল ২
কবি রবি : কামিনী রায় ৩
পথে পথে : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩
শান্তিনিকেতন : সতীশচন্দ্র রায় ৪
রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে : করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ৫
মানস-হংস : যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী ৫
চিতাপার্শ্বে : কুমুদরঞ্জন মল্লিক ৬
কবি-প্রশস্তি : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৭
কবির ছবি : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৮
রবীন্দ্র-জয়ন্তী : মোহিতলাল মজুমদার ১০
রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে : কালিদাস রায় ১৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য ১৪
কবি-প্রণাম : নরেন্দ্র দেব ১৫
রবি-পরিক্রমা : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১৭
তীর্থ-পথিক : কাজি নজরুল ইসলাম ২০
রবীন্দ্রনাথ : জীবনানন্দ দাশ ২১
রবীন্দ্রনাথ : সজনীকান্ত দাস ২১
রবীন্দ্রনাথ : মণীশ ঘটক ২৪
রবীন্দ্র-বাণী : অমিয় চক্রবর্তী ২৪
সবিতৃ-দেব : প্রমথনাথ বিশী ২৫
রবীন্দ্রনাথ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ২৭
রবীন্দ্রনাথ : প্রেমেন্দ্র মিত্র ২৮
এ প্রভাতে তুমি নাই : কানাই সামন্ত ২৯
রবীন্দ্রনাথের প্রতি : হেমচন্দ্র বাগ্‌চী ৩০
রবীন্দ্রনাথ : হুমায়ুন কবির ৩২
প্রণাম : অজিত দত্ত ৩২
শান্তিনিকেতনের ডাকে : সুনীলচন্দ্র সরকার ৩৩

আরোগ্য : সুধীরচন্দ্র কর ৩৫
রবীন্দ্রনাথ : বুদ্ধদেব বসু ৩৬
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ? : বিষ্ণু দে ৩৭
বাইশে শ্রাবণ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৩৯
অগ্নি-ঈগল : অশোকবিজয় রাহা ৩৯
এ স্বাক্ষর বিশ্ববাংলা : বিমলচন্দ্র ঘোষ ৪০
নূতন সূর্য : প্রভাত বসু ৪২
রবীন্দ্রনাথ : সরোজকুমার দত্ত ৪৩
প্রণমি : দিনেশ দাস ৪৪
কবি সমীপেষু : সুশীল রায় ৪৫
বাইশে শ্রাবণ : মৃণাল কান্তি ৪৭
রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে*: গোপাল ভৌমিক ৪৮
বাইশে শ্রাবণ : আহ্সান হাবীব ৪৯
জন্মদিন : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ৫০
রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি ছবি দেখে : অনিল চক্রবর্তী ৫১
এলেজি : বাণী রায় ৫১
আর এক পৃথিবীতে : দিলীপ রায় ৫৩
পঁচিশে বৈশাখ : পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৫৪
রবীন্দ্রনাথ : বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ৫৪
রবি ঠাকুরের ছবি : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৫
রবীন্দ্রনাথ : শুদ্ধসত্ত্ব বসু ৫৬
শান্তিনিকেতন থেকে : অরুণকুমার সরকার ৫৬
তোমার গান : অতীন্দ্র মজুমদার ৫৭
পঁচিশে বৈশাখ : সন্তোষকুমার অধিকারী ৫৮
রবীন্দ্রনাথ : হেনা হালদার ৫৯
কবিকে : আরতি দাস ৫৯
বাইশে শ্রাবণ : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০
রবি ঠাকুরের ছবি, প্রথম দর্শনে : অরুণ ভট্টাচার্য ৬১
বাইশে শ্রাবণ : কৃষ্ণ ধর ৬২
রবীন্দ্রনাথের প্রতি : সুকান্ত ভট্টাচার্য ৬৩
২২শে শ্রাবণ : মনোরমা সিংহরায় ৬৪

রবীন্দ্রনাথের নামে : অরবিন্দ গুহ ৬৬
উত্তরঅয়শ্চক্রে, প্রদক্ষিণ : সিদ্ধেশ্বর সেন ৬৬
রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি : দুর্গাদাস সরকার ৬৮
আনন্দের অন্য নাম দুঃখ, সেই কবি : তরুণ সান্যাল ৬৯
পোড়া মাটি : পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য ৬৯
রবীন্দ্রভাবনা : উত্তরতিরিশ : অসিতকুমার ৭০
দৃশ্যকাব্য : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৭১
রবীন্দ্র-সংগীত : আনন্দ বাগচী ৭২
রবীন্দ্রনাথের তেইশ বছরের শোক : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৭৩
আত্মার শরিক : শংকর চট্টোপাধ্যায় ৭৫
রাজা : আলোক সরকার ৭৫
পঁচিশে বৈশাখ চ'লছে : তুষার চট্টোপাধ্যায় ৭৬
নৈঃসঙ্গ্য এবং ফুলগুলি : মানস রায়চৌধুরী ৭৭
রবীন্দ্র-সংগীত : মোহিত চট্টোপাধ্যায় ৭৭
বাইশে শ্রাবণের কবিতা : প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ৭৮
বাইশে শ্রাবণে : শিশিরকুমার দাস ৭৯
রবীন্দ্রনাথ : স্বদেশরঞ্জন দত্ত ৭৯
রবন ঠাকুরের শ্যামলী : অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ৮০
রবীন্দ্রনাথ : পবিত্র মুখোপাধ্যায় ৮১
প্রতিদিন পঁচিশে বৈশাখ : আশিস সান্যাল ৮২
মনে মনে : হরপ্রসাদ মিত্র ৮৩
তোমার নামের মন্ত্র জপে : সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৮৩

শিল্পীবন্ধু মণীন্দ্র মিত্র, শ্রীজ্যোৎস্না সিংহরায় এবং শ্রীইন্দুভূষণ চক্রবর্তীর সাহচর্য ও সমর্থন বিনা বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশনা কখনো সম্ভব হতো না। কবিতা সংগ্রহের কাজে এবং আরো নানা ভাবে তরুণ কবি আশিস সান্যাল আমাকে সকল সময় সাহায্য করেছেন। প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন শিল্পী দেবল বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের কাছে এবং এই সংকলনে যাঁদেরই লেখা আছে, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ রইলো।

রবীন্দ্র-মঙ্গল

হে মহান্! মহাপ্রাণ! বিশ্বপ্রেমে হে মহাপ্রেমিক
হে রবীন্দ্র! তোমার উদয়ে
ঘুচিয়াছে সূচীভেদ্য এ বঙ্গের আঁধার অলীক,
জ্যোতিশ্ছটা খেলে চারিধারে।
বসন্ত ছিল না বঙ্গে হইত না বসন্ত উৎসব,
থাকি থাকি শ্যামা দিত শিস্।
মদ্‌না চন্দনা টিয়া করিত অস্ফুট কলরব,
কপোত কূজিত অহর্নিশ!
বসন্তের প্রিয় পাখী, হে কোকিল, তুমি ডাকি
বসন্তে আনিলে বঙ্গে; পিকরাজ, সারি সারি পিক
কুহরিছে কুঞ্জে কুঞ্জে! কি উৎসব! শিহরিছে দিক।

কোনো ভক্ত দিল বাণী- কম-কণ্ঠে যূথিকার মালা,
অলক্তে রঞ্জিল কেহ পদ;
কোনো ভক্ত দিল মা'র দুই ভুজে কাঁকন উজালা
তবু মা'র ব্যর্থ মনোরথ!
আনি রক্ত শতদল পারিজাত, নীলোৎপল
তুমি যবে হে পূজারি! সাজাইলে মায়ের শ্রীঅঙ্গ
উছলিল অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের কি লীলাতরঙ্গ!

ছিল না ছিল না এই পুণ্য কুঞ্জে উদ্বেল আনন্দ;
বাজিত গো ঢোল আর কাঁসি।
ভাব-গোপীবৃন্দ মাঝে আসি তুমি ঘুচাইলা দ্বন্দ্ব
ফুকারিয়া বাজাইলে বাঁশী।
হে কাব্যের বংশীধর, শুনি সেই সুধাস্বর
কবিতা-কালিন্দী মরি লীলারঙ্গে বহিল উজান।
ভাব-গোপীবৃন্দ-হৃদে বহিল গো আনন্দ তুফান।

বহুদিন হে পূজারি!   মন্দিরের দ্বার ছিল রুদ্ধ;
তুমি আসি খুলিলে কপাট।
আরম্ভিলা মহাপূজা   কি আগ্রহে, হয়ে শুদ্ধ বুদ্ধ
কি উৎসাহে ভাতিল ললাট।
লভি সে অপূর্ব পূজা,   সুপ্রসন্না শ্বেতভুজা
দিলা তোমা কুহকিনী বীণা তাঁর, আনন্দ-ঝরনা,
ঝংকারে ঝংকারে যার সারা বিশ্ব বিস্ময়ে মগনা॥

দেবেন্দ্রনাথ সেন

রবীন্দ্রনাথ

দূরে—মেঘ-শিরে-শিরে পূরব আকাশে
ফুটে স্বর্ণরেখা সম প্রভাত-কিরণ।
তরুলতা নত মাথা—ডাকে পুষ্পবাসে,
বিহঙ্গম কলকণ্ঠে করে আবাহন।
শিথিল পাণ্ডুর শশী মেঘখণ্ড পাশে,
পলাইছে অন্ধকার ধূসর বরন।
ঝরনা ঝরিছে দূরে, বায়ু মৃদুশ্বাসে,
পাটল তটিনী বক্ষে আলোক কম্পন।

ফুটিছে হিমাদ্রি শৃঙ্গে হিরণ্য কুসুম!
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত গম্ভীর!
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব কুটীর—
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ, চূড়ে যজ্ঞ-ধূম!
অর্ধ-নিদ্রা-জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি!—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি-কবি!

অক্ষয়কুমার বড়াল

কবি রবি

স্নিগ্ধ রক্তরাগ রথে পূরব অম্বরে
বালারুণ রূপে যবে রবীন্দ্র-উদয়,
উঠেছিল দিগ্‌বধূ গাহি জয় জয়
হেরি' তারে। চিনি' তারে তার কণ্ঠস্বরে
মেলি' আঁখি কহে বঙ্গ, আনন্দের ভরে—
এ কি আলো! এ কি গান! গীতি-জ্যোতির্ময়
এ যে গো আমার রবি—আর কারো নয়;
দিলা বিধি সর্ব দৈন্য ভুলাবার তরে।
যত বেলা বাড়ে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর
চলে তার আলো-রথ, ঝরে শতধারে
অমৃত-বরষা। বিশ্ব চাহি' নভঃ পানে,
হেরে মধ্যাকাশে রবি অপূর্ব ভাস্বর!
বঙ্গের কি ভারতের কে কহিবে তারে?
রবি জগতের কবি আজ কে না জানে?

কামিনী রায়

পথে পথে

মনে হয়, হে কবীন্দ্র, তব সাথে যদি
পথে পথে দিন শুধু যেত নিরবধি!
দেশ হ'তে দেশান্তরে, পথ হ'তে পথে
পুরীমাঝে, নদীতটে, প্রান্তরে, পর্বতে,
যৌবনের কুঞ্জগৃহে, প্রণয়ীর মনে,
নারীর রূপের মাঝে, বিরহগহনে,
পুষ্প হ'তে পুষ্পবনে সরস অন্তরে
কাটিত সুদীর্ঘ বেলা অবলীলাভরে!

ঋতু পরে ঋতু আসি' পিয়াইত মধু,
সসাগরা বসুন্ধরা হ'ত মোর বধূ,
কালস্রোত বহে' যেত পথপার্শ্ব দিয়া—
তব সঙ্গরসে ভোর মুগ্ধ মোর হিয়া!
দুইধারে ক্ষীয়মাণ ছবি পরে ছবি—
সৌন্দর্যচয়নে দোঁহে মগ্ন শুধু, কবি।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

প্রণমি তোমারে আমি উৎসবের অয়ি উৎসভূমি!
এ মরুর মাঝখানে মনোরম মরূদ্যান তুমি।
বাসনার ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় আর চারিপাশে,
কলুষের কালিমায় চতুর্দিক অন্ধ হ'য়ে আসে;
বিলাসের খর রোদে এ মরভূ জ্বলে নিরন্তর
করুণার স্রোত শুষ্ক, সকলেই যেথা স্বার্থপর;—
সেইখানে হে তপস্বী! পাতিয়াছ তোমার আসন
প্রবেশি' নিজের মাঝে আছ তুমি তপস্যা-মগন!
বাহিরের ঝঞ্ঝাবাত সেথা গিয়ে ফিরে ফিরে আসে,
আঁধার লুকায় লাজে হেরি' সত্য আলোক প্রকাশে!
মরীচিকা ভয় ভোলা পথক্লান্ত পথিকের দল
পিপাসারে শান্ত করে সুধা পানে, লভি' ছায়াতল।

যে ধন তোমার আছে করি আমি তাহারি গৌরব
দূরে ফেলি' সংসারের ধন মান সকল বৈভব।

সতীশচন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে

সোনার জলে উজল তোমার রসে-ভরা ভূর্জ-পাতার পুঁথি
বিলায় সুধা আকাশ-ঝরা সুরধুনীর প্রায় ;
ছন্দে নাচে বিশ্ব-জীবন, জুড়ায় সুরে উপোষিতের শ্রুতি,—
অক্ষয় আলেখ্য তোমার কালের অজন্তায়।

নিত্য করি অবগাহন পুণ্য তব কাব্য-প্রয়াগ-স্রোতে
সহস্র দল, সহস্র রূপ তোমার মানস-লোক,
তপঃফলে বহাও বেণী দ্রবীভূত সূর্য-কান্ত হ'তে,—
ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শোনায় তোমার শ্লোক।

পদ্ম-বন্ধে আনন্দময় শব্দ-ব্রহ্ম মন্ত্র দিলে জীবে,
নিঃসীমতার আগমনী করলে উদ্বোধন,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতু, ঈপ্সিত সেই পরম শান্ত শিবে
ধরলে ধ্যানে হে কবীন্দ্র, লও ফুল-চন্দন।

সরস্বতীর অমর তনয়, বারে বারে প্রণাম করি পায়,
চির-নূতন চিত্ত-হরণ তোমার নিমন্ত্রণ ;—
তৃপ্তি দিবে এমন কিছু, নাই সেবকের পূজার পসরায়,
লও গুরুদেব দক্ষিণা লও শ্রদ্ধা-নিবেদন।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

মানস-হংস

মানসের রাজহংস বক্ষে বহি শুভ্রতার বাণী
ধরণীর নীলাকাশে বিদ্যুতের দিব্যদীপ্তি হানি,
উড়ে চলে গেল দূরে—পূর্ব হতে উত্তরের তীরে ;
দিনান্তের রক্ত-চিতা নিবে গেল রাত্রির তিমিরে।

কেহ বলে, কি অপূর্ব ! এত দীপ্তি—পৃথ্বী আলো করে
কেহ বলে, লীলাপদ্ম—সরস্বতী হস্তে যাহা ধরে !
অতি দূর ঊর্ধ্ব হতে অস্ফুটে যে গান এল কানে,
কেহ-বা শুনিল তাহা, কেহ-বা চাহিল শূন্যপানে ;
সবাই বিস্ময় মানে—কোন দিকে, গেল কত দূর ?
কারো চক্ষে ভাসে চিত্র, কারো কর্ণে জাগে শুধু সুর !

বীণাটি করিয়া কোলে সারদা বসিয়া পদ্মাসনে
নিম্নে মহাশূন্যপথে মর্ত্যশোভা হেরেন নয়নে ;
চারিধারে পদ্মগন্ধ—হংসদল ফিরে দলে দলে,
ফিরিল মানস-হংস, বাণীর চরণ-পদ্মতলে ॥

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

চিতাপার্শ্বে

সর্বদেশের সকল যুগের প্রিয়
সকল জাতির তুমি পরমাত্মীয়।
তবু আমাদের, আমাদের শুধু তুমি
জনমে তোমার গরবী বঙ্গভূমি।
ধন্য আমরা জন্মেছি তব যুগে
দেখেছি তোমায় এই যে গর্ব বুকে।
ধনী ধরিত্রী অবদান তব লভি,
নমো নমো নমো রবি।

আমরা যে চির জন্মান্তরবাদী
যুগে যুগে তব পুনরাগমন সাধি।
তমসার তীরে তুমিই অমৃত শ্লোকে
ক্রৌঞ্চের ব্যথা অমর করেছ লোকে।

পূত নৈমিষারণ্য ও বদরিকা
লভেছে তোমার প্রতিভার হোম-শিখা ;
সিপ্রার তীরে তোমারে দেখেছি যবে
উজ্জয়িনীর গুরু রাজ-গৌরবে।

গঙ্গাজলের সঙ্গে নূতন নয়,
জনম জনম আছে তব পরিচয়।
তোমার ভস্ম পায় যদি পারাবার
হইবে তাহাতে অমৃতের সঞ্চার।
গঙ্গা উজান বাহিয়া তা যায় যদি
সে পদ পাইবে যাতে উদ্ভব নদী।
মন্ত্রদ্রষ্টা তুমি ভারতের ঋষি,
তোমাতে রহিবে স্বর্গমর্ত্য মিশি ॥

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবি-প্রশস্তি

জগত-কবি-সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব,
বাঙালি আজি গানের রাজা, বাঙালি নহে খর্ব।
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি লইবে মানি,
হে গুণী! তব প্রতিভা গুণে জগত-কবি-সর্ব।

বঙ্গবাসী-কুঞ্জে তুমি আনিলে শুভলগ্ন,
বাজালে বেণু মোহন তানে পরান হ'ল মগ্ন!
বিষাণ যবে বাজালে মরি,
গলিয়া শিলা পড়িল ঝরি,
মিশিল স্রোতে বদ্ধ ধারা পাষাণ-কারা-ভগ্ন।

অমৃত এনে দিয়েছে প্রাণে পরান-শোষী দুঃখ,
গৌণ যাহা না গনি তাহে চিনিয়া নিলে মুখ্য ;
হিরণ্ময় মৃণাল ডোরে
শোকের রাতে রহিলে ধরে—
রুদ্রে নিলে বরণ করি, রসায়ে নিলে রুক্ষ !

রেখেছ তুমি দৈবী শিখা হৃদয়ে চির দীপ্ত,
অবিশ্বাসে হতাশ্বাসে জগত যবে ক্ষিপ্ত ;
মত্ততারে করেছ ঘৃণা,
চাহ না তবু মুক্তি বিনা ;
উজল মনোমুকুর তব হয় নি মসীলিপ্ত।

বাজাও কবি আলোক-বীণা মধুর নব ছন্দে,
হৃদয় শতদল সে তুমি ফুটাও সুধাগন্ধে ;
যে ভাবই ওঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে সকলই আছে
তোমার নামে মেতেছে দেশ, মিলেছে মহানন্দে ॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবির ছবি

ঘরের দেয়ালে টাঙানো কবির
ছবিখানি
পঁচিশে বোশেখে বাইশে শ্রাবণে
টানাটানি।
সাবধানে উঠি' নড়বড়ে টুলে
গিঁঠপড়া দড়ি হুক্ হ'তে খুলে
মাকসার জাল ঝেড়ে ঝুড়ে তারে
পেড়ে আনি।

ভিজে গ্যাকড়ায় সাবান গুলিয়া
সাফ্ করি তার ফ্রেম্
মলিন টেবিল চাদরে মুড়িয়া
ঠেস্ দিয়ে বসালেম্।

ধূপে দীপে ফুলে সাজায়ে যতনে
ইষ্টবন্ধু ডাকি কয় জনে
গীত-উৎসবে অতি প্রীত-মনে
পূজি বিশ্বের কবি।—
গ্যাখে টেবিলের ছবি।

শেষ হ'লে পূজা উঠি সাবধানে
ভাঙা টুলে
পুরানো দড়িতে নয়া গিঁঠ বাঁধি
হুকে তুলে।

দেয়ালের ছবি ফিরে সে দেয়ালে,—
মোরা খাইদাই আপন খেয়ালে,
শুক্‌নো ফুলের মালা খুলে নিতে
যাই ভুলে।

আশ্রয়হারা চকিত লূতারা
ফিরে এসে জাল বোনে,
পাশে টিক্‌টিকি গ্যালে বুক রাখি
চেয়ে গ্যাখে এক মনে।

এরি লাগি কবি সারাটি জীবন
ক'রে গেছে বুঝি স্বপ্নসীবন!
এরি তরে বরে বাইশে শ্রাবণ
পঁচিশে বোশেখী রবি!—
ভাবে দেয়ালের ছবি।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

১

সারাটি গগন ঘুরি', পূর্ব হ'তে পশ্চিম-অচলে
পহুঁছিলে হে রবীন্দ্র! পলাতকা সে ঊষা-প্রেয়সী
এবার ফিরাবে মুখ, চিরতরে উঠিবে বিকশি'
ক্ষণিকের দেখা সেই আভা তার কপোল-যুগলে!
তারি লাগি' নিশান্তের তারাময় তিমির-তোরণ
খুলিয়া বাহিরি' এলে, তব নেত্রে নিমেষ হরণ
করেছিল সে উর্বশী—আলোকের প্রথম প্রতিমা!
তোমার উদয়-ছন্দে জাগিল সে-রূপের হিন্দোল,
মেঘে মেঘে মুহুর্মুহু কি বিচিত্র বরন-হিল্লোল!
ধরণী ফিরিয়া পেল অসিত নিচোলে তার হরিত-নীলিমা,
অম্বুনিধি আরম্ভিল মৃদু কলরোল।

২

বীণার সে সপ্ততন্ত্রী মুরছিল এক শুভ্র রাগে!—
দিকে দিকে বিরচিলে মায়া-পুরী ছায়া-মনোহর;
মধ্যাহ্ন অতীত যবে, স্মৃতি-শেষ প্রভাত-প্রহর—
হেরিলে কি পুনঃ সেই পদচিহ্ন রথ-পুরোভাগে?
বীণায় বাজিল তাই বৈকালী সে রাখালিয়া সুর,
শোনা যায় তারি মাঝে বাজে কার বিধুর নূপুর
দূর হ'তে! নভো-নাভি হ'তে তাই নিম্ন-মুখে হেলি'
রশ্মি তব প্রসারিলে দীর্ঘতর পশ্চিম-অয়নে—
যেথায় সাগর-তীরে নিশীথের কজ্জল-নয়নে
ঘুমায় সাঁজের তারা; সোনার সিকতা 'পরে ক্লান্ত তনু মেলি'
রবি-বিরহিণী রত স্বপন-বয়নে।

৩

ধায় রথ এখনো যে, রশ্মি-রজঃ বিলায়ে বিমানে—
দিগঙ্গনা তাই হ'তে ভরি' লয় করঙ্কে কুঙ্কুম!

জল-জাল হ'তে উঠে বারুণীর কেশ ধূপ-ধূম,
ছুটে চলে তুরগেরা গোধূলির শিশির-নিপানে।
তব বীণাযন্ত্রে বাজে পূরবীর রাগিণী উদাস—
বৈশাখী নিদাঘ-দিবা মানে না সে বিদায়-হুতাশ,
যত শেষ হয় আয়ু, তত তার রূপ রমণীয়!
সে তব চরণে বসি' জানু ধরি' চেয়ে আছে মুখে—
যৌবন যাপিল যেই তোমা সাথে অসীম কৌতুকে,
সে জানে, কাহার লাগি' ছানিয়াছ নীলাকাশে আলোর অমিয়,
—কার পাণি ভরিবে ও গানের যৌতুকে!

৪

সে দিবারে হেরিয়াছি—কলাবতী কবি-প্রতিভার
চির-স্ফূর্তি! হেরিয়াছি কেমনে সে জ্যোতির কমল
মুদিত মুকুল হ'তে মেলিয়াছে লাবণ্যের দল
বৃন্ত-বন্ধে, রূপ-অন্ধ আঁখি হ'তে হরি' অন্ধকার!
অর্ধপথে কে তোমারে ডাক দিল অস্ত-সিন্ধু পারে—
রূপের সোনার-তরী ডুবাইলে সঙ্গীত-পাথারে
কার লাগি' হে বিবাগী?—সেই দিবা পদতললীনা
চায় কভু নিজ পানে, কভু তব নয়ন-মুকুরে—
হেরে তার সে মূরতি আজও সেথা রহি' রহি' ফুরে!
তবু কার অনুরাগে উদাসিনী বাণী তব—রূপমোহহীনা
পরায় সুরের মালা নিশার চিকুরে?

৫

তুমি শুধু জানো তারে—ভালে যার বিবাহ-চন্দন
পরাবে তাপসী সন্ধ্যা, ঊষা হবে রবি-স্বয়ম্বরা!
ছিল যে অসূর্যম্পশ্যা, আলো-ভীরু, কুহেলি-অম্বরা—
পূর্ণ আঁখি মেলিবে সে অপসারি' মুখাবগুণ্ঠন!
রূপার কাজল-লতা—আধ'-চাঁদ—কবরীর পাশে,
একটি তারার টিপ হেরিবে সে ভুরুর সকাশে;
বিলোল অপাঙ্গে তার রবে না সে কটাক্ষ অথির—

তুমি যবে পরাইবে সাবধানে সীমন্ত-সীমায়
তব শেষ-কিরণের রেণুটুকু সিন্দুরের প্রায় !
সেই লগ্নে দিবা নিশা দোঁহে মিলি' অপরূপ এক আরতির
দীপাবলী সাজাইবে সোনার থালায় !

৬

রথ হ'তে নামি' এবে কোন্ মহা দিক্-চক্রবালে
উতরি' যাপিবে, রবি, অন্তহীন আলোক-বাসর ?
হেথায় নিশীথ-রাতে নিদ্‌হারা পিপাসা-কাতর
তারারা রহিবে চেয়ে প্রাচী পানে ; সে নিশি পোহালে
ভাতিবে কি আরবার এ গগনে আদিম প্রভাত—
কালের তিমির গর্ভে পশিবে কি আলোর প্রপাত ?
নিবারি' দুরন্ত দাহ দিবা-দেহে ধ্যানমন্ত্র-বলে
অন্তরালে হেরিল যে বেদমাতা উষার মূরতি,
স্ফটিকাক্ষমালা হাতে নিবসিল নিখিল-ভারতী
সবিতৃমণ্ডলে যার, পুনঃ এই বর্ষ-মাস-রাশিচক্রতলে
অবতরি' উদিবে সে রবিকুলপতি ?

৭

মন্দ করি' গতিবেগ নিরন্তর অগ্রসর-পথে,
সাঙ্গ কর সুবিলম্বে সায়াহ্নের স্নিগ্ধ অবকাশ ;
নেহারিব বহুক্ষণ সেই জবাকুসুমসঙ্কাশ
তরুণার্ক-রূপে তোমা—যেন নব উদয়-পর্বতে !
সহসা বিটপী-শিরে, পৃথিবীর প্রদোষ-প্রাঙ্গণে
ঝরিবে আশিস-ধারা তরলিত আবিরে কাঞ্চনে !
হরজটাজালে যথা উর্মিমালা চন্দ্রকরোজ্জ্বল—
দিবার অলক-মেঘে উছলিবে গীত-তরঙ্গিণী
অস্তরাগে ; তারপর একহাতে সে বরবর্ণিনী
ছড়াবে কুসুম্ভ-ফুল, আর হাতে আলুলিবে ধূসর কুন্তল
তখনো অশেষ তব কিরণ-কাহিনী !

মোহিতলাল মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

বালক তখন, বুদ্ধি ছিল না তোমার কবিতা পড়ি'
বুঝি বা না বুঝি তরুণ পরান উঠেছিল গুঞ্জরি,
করিনু আবিষ্কার,
দেখি বা না দেখি, যত বড় হও, তুমি বড় আপনার।
আপনার জন ভেবে তাই মোর আঙিনার কোণে তুলি'
শিশিরসিক্ত কুন্দকুসুমগুলি
একমুঠা শুধু তোমারে দিলাম, হাত দিয়া পরশিলে
মধুর হাসিয়া শুভাশিস বরষিলে।
ছিল না লজ্জা, ছিল না কুণ্ঠা, সঙ্কোচ এক রতি,
ব্রজ রাখালের মূঢ় প্রীতি যেন রাখালরাজের প্রতি।

বয়স বাড়িল, তোমার কাব্যে নিত্য প্রেরণা লভি'
লিখিতে শিখিনু, বন্ধুজনেরা মোরেও বলিল কবি।
তোমার রচনা যত পড়ি আর যত লিখে যাই নিজে,
তত বুঝিলাম তোমাতে আমাতে দূর ব্যবধান কী যে।
তুমি কোথা, আর আমি কোথা প'ড়ে আছি।
হয় নি সাহস যাই তব কাছাকাছি।

জঙ্গলে ভরা মোর মালঞ্চে নানান রঙের ফুল,
কত ফুটিয়াছে ; গন্ধ না থাক, জুটিয়াছে অলিকুল,
সাহস হয় নি এক-মুঠা তাই দিয়া
আনি তব পদকমলের, কবি, রাঙারেণু মুছাইয়া।
সভয় ভক্তি হরিল সরল প্রেমে
যেন মধুভরা হৃদয়শুক্তি ভরিল তরল হেমে।
তুমি হয়ে গেলে পর,
মাঝখানে নীল লক্ষ যোজন ভক্তির অম্বর।

উদিলে অরুণ বড় কাছাকাছি দেখিতে পেতাম তাকে,
তরুণ বয়সে, বাড়ীর ধারের বটতরুটির ফাঁকে,

জানিতাম তারে পরমাত্মীয়, ভোরবেলাতেই আসে
ঘুম ভাঙাইতে, মোরে বুঝি ভালবাসে।
পোষের প্রভাতে পৈঠার 'পরে থাকি'
পিঠার মতন মিঠা রোদ দিতে করিতাম ডাকাডাকি।
বয়স বাড়িলে পাইলাম পরিচয়,
জানিলাম খাঁটি কোথায় এ মাটি
আর রবি কোথা রয়।

জানি না তোমার পানে চোখ মেলে চাহিতেই পারে কেবা,
'তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি না সেবা।'

কালিদাস রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তব সঙ্গীত-মূর্ছনা শুনি' জগৎ-চিত্ত উন্মনা,
বিশ্ব-শ্রবণ ব্যাকুল আজিকে প্রাচ্য-বীণার ঝঙ্কারে ;
জগৎ-সভায় বঙ্গবাণীর আর তো আসন তুচ্ছ না,
দিয়েছ লজ্জা সর্বদা যারা ঘৃণা বিদ্রূপে চীৎকারে'।

অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গীন্ ছাড়া জিতিলে জগৎ সঙ্গীতে,
শান্তি-পতাকা উড়ালে বিশ্বে নির্ভয়ে মহাগৌরবে ;
পশ্চিম আজি নোয়াইল শির তোমারি ভাষার ইঙ্গিতে,
নিখিল বিশ্ব মুগ্ধ তোমার গীতিকাব্যের সৌরভে।

স্বদেশ-আত্মা গৌরবে তব সম্মান লভে চৌদিকে,
কত না ছন্দে সুর-ঝঙ্কারে কীর্তি তোমার ঝঙ্কৃত !
প্রাচ্য প্রতীচ নিয়েছে অর্ঘ্য বাঙালীর কবি-তৈর্থিকে,
দীন ভক্তের হৃদয়ে তোমার অরূপ স্বরূপ অঙ্কিত !

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

কবি-প্রণাম

যিনি কবি লোকে লোকে
প্রকৃতির ছন্দে শ্লোকে
চিত্ত যাঁর নিত্য মুক্ত পরম উদার
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

ঊষার আলোর কবি
মেঘ রৌদ্রে আঁকে ছবি
গোধূলি সুন্দর শিল্পী যিনি কল্পনার
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

সহস্র কিরণ করে
যাঁহার প্রতিমা ক্ষরে
আদিত্যবর্ণের কবি, যিনি সবিতার
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

জ্যোছনা উন্মাদ করা
বক্ষে যাঁর দেয় ধরা
যে কবির চন্দ্রাতপে ধারা চন্দ্রিকার
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

অমানিশা তারকিণী,
রূপে তার মুগ্ধ যিনি
যিনি কবি নিশীথের গাঢ় তমসার
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

যাঁর ছন্দবন্ধ মাঝে
ঝঙ্কার মঞ্জীর বাজে
দুর্যোগে যাঁহার কণ্ঠে বাণী ভরসার
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

যাঁর কাব্য কলগানে
আনন্দ উথলে প্রাণে
ভাবের তরঙ্গ নাচে মনে বারবার,
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

যে কবি বাদল গানে
বিদ্যুৎ নাচন আনে
উতলা প্রণয়ীচিত্তে জাগে অভিসার
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

স্মৃতি যাঁর নানা ফুলে
দখিনা বাতাসে দুলে
তারার বাঁশীর মাঝে বাজে অনিবার,
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

যিনি বেদনায় শোকে
আনন্দের অশ্রুলোকে
সঙ্গীতে সঞ্চারি দেন সান্ত্বনা অপার
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

কিন্নর সমান যার
ঝরে কণ্ঠে সুধাধার,
মুঞ্জরে মানস কুঞ্জ গুঞ্জরণে যাঁর
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

যাঁহার অজস্র দানে
মানুষের মুক্তি আনে
নিখিলের কবি যিনি সুবন্ধু সবার
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

যাঁহার স্বদেশ প্রেম
শুদ্ধ সত্ত্ব ভরা ক্ষেম
গর্ব ও গৌরব যিনি দেশমাতৃকার,
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

শিশুদের চির সাথী
ধূলায় আসন পাতি
খেলিল যে ভোলানাথ ভুলি অহংকার
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

দীর্ঘ ঋজু সৌম্য কান্তি
দৃষ্টিপাতে ঝরে শান্তি
বিশ্বের প্রেমিক কবি যিনি বসুধার
তাঁহারে জানাই নমস্কার।

নরেন্দ্র দেব

রবি-পরিক্রমা

ভবনে ভুবনে আলোকে পবনে
ঝঙ্কৃত তব সুর,
কবি, তুমি বীণকার ;
তোমার বীণায় মেঘমল্লারে
বাহিরে বর্ষা মেঘের আড়ম্বর,
নীরন্ধ্র রাতি ঘনান্ধকারে ভরা
বিদ্যুৎ শিখা মাঝে মাঝে ওঠে জ্বলে,
হোমানল হতে বজ্র তপস্যায়।
তোমারে দেখিনু সেই দুর্যোগে
ঝড়ের রাত্রে চল চির অভিসারে ;

নির্জন নদী বিজন বনের ধারে—
সুদূর পথের পরান-বন্ধু কবি
কুন্দ-ফুলের মোহন মালিকা গলে,
দক্ষিণ হাতে লীলাকমলের শোভা।

'শেফালি বনের মনের কামনা'
মাটিতে ছড়াও কবি,
কুড়ায়ে কুড়ায়ে দাও উড়াইয়া
শুভ্র মেঘের মাঝে।
শরৎ আকাশে তোমার শুভ্র কেশ,
তারি ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য তারা
চোখে মুখে খেলে চিরশরতের হাসি।

নূতন ধান্যে নবান্ন ঘরে ঘরে
মাঠে মাঠে তারি উৎসাহ কলরব,
তারি কলরব তোমার কণ্ঠে কবি
প্রথম উঠিল নবীন ছন্দে গানে।
স্বর্ণ হরিতে জাগে হেমন্ত
ওগো রূপকার, তোমার সোনার তুলি
কত না বর্ণসমারোহে আঁকে ছবি;
ছবি আঁকে পৃথিবীর—
ঋতু হতে ঋতু নিয়ত পরিক্রমা।

শীতজর্জর মৌন মনের তলে
তন্দ্রা-আহত রাত্রিরে বলে দাও
নবারুণ রাগে মুদিত কমল
নয়ন মেলিয়া পুনঃ
সূর্য-প্রণাম পাঠাবে কাহার দ্বারে;
শীত-বিশীর্ণ শাখা-প্রশাখায়
রেখে দাও তুমি শ্যামল সম্ভাবনা,

ছুঁয়ে যাও তার আশাহত প্রাণ—
বক্ষে জাগায়ে অনাগত কিশলয়ে।

হে কবি, তোমার নয়ন ভোলানো রূপে
চিরজাগ্রত বসন্ত তব দ্বারে ;
মেলিয়া রেখেছে হৃদয় আসন
সেথা সুগন্ধ আনন্দঘন মন্থর দখিনায়।
নব বসন্তে তুমি এনে দাও
নব যৌবনে মিলনের আশ্বাস ;—
আবার ফিরায়ে মুখ
চৈত্র শেষের গান গেয়ে তুমি
ঘূর্ণি হাওয়ারে ডাকো—
কালবৈশাখী ডানা মেলে ছোটে
ঈশানে নিশান ওড়ে মেঘপুঞ্জের।

নব বৈশাখে চূতমঞ্জরী
নব তৃণদলে দুলে দুলে ওঠে প্রাণ,
শুষ্ক পাতার মর্মরধ্বনি
চকিতে মিলায়ে দূরে—
নব জীবনের গান গেয়ে ওঠ কবি।
প্রখর রৌদ্র,—দূরে মরীচিকা
দারুণ তৃষ্ণা জাগে পৃথিবীর বুকে
তুমি আনো সেথা অমৃত পরশ
পূবালি হাওয়ায় জুড়ায় তপ্ত দেহ।
জীবনে মরণে এমনি তোমার গানে
অমৃত হরষ জেগে ওঠে কৌতুকে ;
জেগে ওঠে তব স্বর্ণবীণায়—
সুর মূর্ছনা অনাহত সঙ্গীতে।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তীর্থ-পথিক

আমি জানি তুমি অজর অমর, তুমি অনন্ত-প্রাণ,
মহাকালও নাহি জানে, কবি, তব আয়ুর সে পরিমাণ।
তুমি নন্দন-কল্পতরু যে, তুমি অক্ষয় বট,
বিশ্ব জড়ায়ে রয়েছে তোমার শত কীর্তির জট ;
তোমার শাখায় বেঁধেছে কুলায় নভোচারী কত পাখী,
তোমার স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় জুড়াই ক্লান্ত আঁখি।
বিজ্ঞান বলে, বলুক, রবির কমিয়া আসিছে আয়ু,
রবি রবে, রবে যতদিন এই ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু।
মহাশূন্যের বক্ষ জুড়িয়া বিরাজে যে ভাস্কর
তার আছে ক্ষয়, এও প্রত্যয় করিবে কোন সে নর ?
চন্দ্রও আছে, আছে অসংখ্য তারকা রাতের তরে,
তবু দিবসের রবি বিনা মহাশূন্য সে নাহি ভরে।
তুমি রবি, তুমি বহু ঊর্ধ্বের—তোমার সে কাছাকাছি
যাবে কোন জন ?   তোমার কিরণ-প্রসাদ পাইয়া বাঁচি।
তুমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বের বিস্ময়,
তব গুণ-গানে ভাষা সুর যেন সব হয়ে যায় লয়।
তুমি স্মরিয়াছ ভক্তেরে তব এই গৌরবখানি
রাখিব কোথায় ভেবে নাহি পাই, আনন্দে মূক বাণী।
প্রার্থনা মোর যদি আরবার জন্মি এ ধরণীতে,
আসি যেন শুধু গাহন করিতে তোমার কাব্য-গীতে॥

কাজি নজরুল ইসলাম

রবীন্দ্রনাথ

'মানুষের মনে দীপ্তি আছে,
তাই রোজ নক্ষত্র ও সূর্য মধুর—'
এ রকম কথা যেন শোনা যেত কোনো এক দিন ;
আজ সেই বক্তা ঢের দূর

চ'লে গেছে মনে হয় তবু ;
আমাদের আজকের ইতিহাস হিমে
নিমজ্জিত হয়ে আছে ব'লে
ওরা ভাবে লীন হয়ে গিয়েছে অস্তিমে

সৃষ্টির প্রথম নাদ—শিব সৌন্দর্যের ;
তবুও মূল্য ফিরে আসে
নতুন সময়তীরে সার্বভৌম সত্যের মতন
মানুষের চেতনায় আশায় প্রয়াসে।

জীবনানন্দ দাশ

রবীন্দ্রনাথ

হিমালয়—
আপনার তেজে আপনি উৎসারিত,
আপনি বিরাট, আপনি সমুজ্জ্বল,
শিখর, গুহা ও অরণ্য-সমাকুল,
যুগ যুগ ধরি সঞ্চিত কত তমিস্রা অনাহত,
পুষ্পস্তবকে বিনম্র তরু, বিচিত্র কত ওষধি গন্ধময়,
ব্যাঘ্র হস্তী বরাহ বন্য, ভীষণ সরীসৃপ,
পুঞ্জিত কত মেঘলোক তার শিখরবিলম্বিত,
হিমালয় তবু হিমে ঢাকা, হায়, তুষারে অসাড় শির।

ভয় করি তায়, বিস্ময় মনে জাগে
মহিমা বিরাট, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত—
ভালবাসিবারে যত যাই তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
নিজ সাধনায় প্রান্তর ত্যজি চুম্বিয়া নীলাকাশ,
অসীম শূন্যে হিমে ঢাকি শির একেলা প্রহর যাপে,
আপনার প্রেমে তিলে তিলে হিম হয়েছে বুকের তাপ—
মাটির উপরে দাঁড়ায়ে রয়েছে, সে কথা গিয়েছে ভুলে।
অতল নিম্নে গুহা-অরণ্যে শ্বাপদ ভ্রমিয়া ফিরে,
সাপেরা চলিছে বুকে পেটে করি ভর—
বিচিত্র কত নরনারী আর পোষমানা পশু কত,
ঘোড়া ও কুকুর, ছাগল, ভেড়ার পাল,
তারই আশ্রয়ে রয়েছে তবুও তাহা হতে কত দূর!
ভয় করি আর শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত,
ভালবাসিবারে যত যাই তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
রৌদ্র-আলোকে তুষার-শিখর সাদা ধবধব করে—
নিম্নে গুহায় কুহেলি অন্ধকার,
ঊর্ধ্ব শিখরে ধূ ধূ করে হিম-মরু,
নাহিক পাদপ, নাহি পল্লব-ছায়া—
নীচে অরণ্য, রৌদ্রকিরণ পশে না ছিদ্রপথে,
ঘননিবিষ্ট তরু ও গুল্ম মেলেছে অযুত বাহু—
নাহি মানুষের পায়ের চিহ্নে আঁকা ক্ষীণ পথরেখা,
সারা বনভূমি রবিকরলেশহীন।
দূর হতে আসি হিমে ঢাকা শির চকিতে ঝলসি উঠে,
অনাদিকালের বৃদ্ধ যেন রে বসে আছে পাকা চুলে—
ঝলসে তুষার, যেন বৃদ্ধের হা হা হা অট্টহাসি;
ব্যাকুল হৃদয় আজিও পেল না নরম মাটির ছোঁয়া—
তুষার বরনে আহত হইয়া ফিরি—

ক্ষোভে কেঁদে ফেলি, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত,
ভালবাসিবারে যত যাই তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
চিনিতে চেয়েছি, বুকেতে চেয়েছি, ধরিতে চেয়েছি তারে,
আজিও তাহার পাই নাই পরিচয়।
হতাশ হইয়া বসেছি আমার গৃহ-অঙ্গন-ছায়ে
সুমুখে আমার সব্জির ক্ষেত তাহারি আড়াল দিয়া
হিমালয় হতে ঝরনা নামিয়া উপল-চপল পায়ে
ঝিরিঝিরি আর কুলুকুলু রবে ছুটেছে গাঁয়ের মেয়ে।
কোথা হিমালয়, হিমেতে রয়েছে ঢাকা,
পাহাড় গলিয়া নৃত্যচপল এসেছে গাঁয়ের মেয়ে,
বিস্ময় মানি তার পানে চেয়ে চেয়ে
ঢেউ গনি আর শুনি কুলুকুলু রব,
ভুলি হিমালয়, ভালবাসি নদীটিরে—
তত ভালবাসি যত কাছে যাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
তুমি হিমে ঢাকা থাক, নদীরে কোরো না হিম।
আমার কুটির-আঙিনা ছুঁইয়া তোমার চপল মেয়ে
সবুজ করিয়া যুগে যুগে মোর ছোট সে সব্জি ক্ষেত
বহিয়া চলুক, তুমি থাক, নাহি থাক—
হিসাব তাহার আমি তো রাখিব নাকো ;
আমি ছুটিব না বিস্ময়ে ভয়ে তোমার পরশ খুঁজি,
যুগে যুগে আমি স্নান সমাপন করিব ও নদীজলে—
কোথায় উৎস; কোন সমুদ্রে লীন,
ইতিহাস তার যে পারে রাখুক লিখে—
নদীজলে আমি স্নান করি আর তরণী বাহিয়া চলি—
যত ভালবাসি তত কাছে পাই পুলকে ফিরিয়া আসি।

সজনীকান্ত দাস

রবীন্দ্রনাথ

॥ প্রয়াণ ॥

রাখীপূর্ণিমার দিনে শেষ রাখী হাতে
হে কবি চলিলে তুমি কাহারে পরাতে ?
শোকাহত স্তব্ধ বিশ্ব। উৎফুল্ল নন্দন,
প্রসারি দক্ষিণ কর বন্দে দেবগণ।

॥ স্মরণ : শতবর্ষ পরে ॥

তিমির প্রহরে দীপক গাহিয়াছিলে,
ত্রিলোকের বুকে আগুন জ্বালিয়াছিলে,
আজিও তাহার দীপ্ত কিরণ লিখা
সংশয় ঘোরে মোর পথবর্তিকা ॥

মণীশ ঘটক

রবীন্দ্র-বাণী

এলে তুমি বাণী
পত্রে পত্রে তব রুদ্রপাণি
রৌদ্রে নেয় ভরে,
বাংলার প্রাণ ফোটে বন্ধভাঙা পুষ্পের নির্ঝরে ;
শূন্যচেরা শ্যামল চেতন
তব মুক্ত শাখার স্পন্দন
মহান যুগের স্রোতে
বৃহৎ মানব সংঘ হ'তে
মর্মরনি
দিল জাগরণী।

চমকের নেশাপূর্ণ চোখে
আজ মাঠে শস্য নেই দেখে লোকে।
দিন গেছে ; ঘরে ক্ষুধা ; শত শত্রু ফিরে
অশক্তির নাট্যমঞ্চ ঘিরে।
শক্তি এল সত্যের প্রত্যয়ে।
ভোরে উঠে জনে জনে পরম বিস্ময়ে
মহাবাণী, শুভ্রপটে জেনেছে তোমায়, মর্মমাঝে
পেয়েছে সত্তার স্পর্শ ; দিনকাজে
বিদ্যালয়, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য সমাজে জাগে ভাষা।
প্রজ্বলন্ত আশা
মধ্যাহ্নে তোমার ছন্দে গ্রামে গ্রামে নবীন সংগ্রাম
করিছে প্রণাম।

সায়াহ্নের আলো লাগে গভীর আকাশ হ'তে যবে
তরু, তব ধ্যানাবিষ্ট পল্লবে পল্লবে
মর্ত্য-জ্যোতিষ্কের সুর মেশে,
বঙ্গদেশে।
মানবেরে দিলে অঙ্গীকার,
অস্তিত্বের অধিকার
যেখানে সুন্দর দিনাকাশে
সত্তার সমগ্র তরু আপনা বিকাশে ॥

অমিয় চক্রবর্তী

সবিতৃ-দেব

রাজকুমারী রাজ্যশ্রী ছেড়েছে তার রাজ-আভরণ
ধরেছে কাষায়,
উদার নির্মল।

আভরণের আবরণে ঢেকেছিল তার যৌবন
মহত্তর জীবনের
প্রসন্ন সূচনার
স্বর্ণ করঙ্ক বাহিনী।

এখন তিনি রিক্ত তাই পূর্ণ;
যেমন পূর্ণ নিরাবরণ সিন্ধু,
যেমন পূর্ণ নিঃস্বতার রাজতিলকিনী
গৌরীশৃঙ্গ চূড়া,
তেমনি পূর্ণ তোমার শেষ বয়েসের কবিতা
অনাড়ম্বর মহিমায়

অলঙ্কার প'রে সে মন ভুলিয়েছে,
অলঙ্কার ছেড়ে সে ক'রে নিয়েছে চিত্তজয়।
তারার ঐশ্বর্যে মন ভোলায় শর্বরী,
কিন্তু সবিতার জন্মলগ্নের আসন্ন প্রভাতে
খুলে ফেলে দেয় তার সমস্ত আভরণ
খুলে ফেলে দেয়
হীরামুক্তা চুনিপান্নার প্রবলা বৈদূর্যের চোখ-ভোলানো তুচ্ছতা।

বারে বারে তোমার কবিতা দাঁড়িয়েছে নবজন্মের প্রান্তে।
বারে বারে তোমার কবিতায় বেজেছে
নব জাতকের শঙ্খ।
এক জীবনে তুমি রচনা করেছ
বহুজন্মের জাতক।
নীহারিকার পুঞ্জিত স্বর্ণসূত্রভেদী
তোমার কবিতার গতি কোন্ নিরুদ্দেশে?
প্রাতঃ সূর্যদীপ্ত কোন সিংহদ্বারের পানে?

নতুন যুগের
নতুন জগতের
নতুন জীবনের কোন্ দুর্নিবার লক্ষ্যে ?
তুমি নবজন্মের প্রজাপতি।
নতুনের গায়ত্রী তোমার কবিতা,
নতুনের গঙ্গোত্রী তোমার কাব্য,
পুরাতনের বন্ধন ছেদী
সুদর্শন তোমার সঙ্গীত,
রাত্রির অন্ধকার সমুদ্রে স্নান-সমুজ্জ্বল
চিরকালের সবিতৃ-দেব তুমি।

প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথ

আমি তো ছিলাম ঘুমে
তুমি মোর শির চুমে
গুঞ্জরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে-কানে
চলো রে অলস কবি
ডেকেছে মধ্যাহ্ন-রবি
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

চমকি উঠিনু জাগি',
ওগো মৃত্যু-অনুরাগী
উন্মুখ ডানায় কোন অভিসারে দূর-পানে ধাও,
আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে—
ঝড়ের ঝাপট লেগে হয়েছে সে উন্মত্ত উধাও।

দেখি চন্দ্র-সূর্য-তারা
মত্ত নৃত্যে দিশাহারা
দামাল যে তৃণশিশু, নীহারিকা হয়েছে বিবাগি,
তোমার দূরের সুরে
সকলি চলেছে উড়ে
অনির্ণীত অনিশ্চিত অপ্রমেয় অসীমের লাগি'।

আমারে জাগায়ে দিলে,
চেয়ে দেখি এ-নিখিলে
সন্ধ্যা, উষা, বিভাবরী, বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিনী ;
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জ্বলে
কূল হ'তে নিলো মোরে সর্বনাশা গতির তটিনী।

তুমি ছাড়া কে পারিতো
নিয়ে যেতে অবারিত
মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির-সন্ধানে,
তুমি ছাড়া আর কার
এ-উদাত্ত হাহাকার—
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ

তোমার কবিতাগুলি পড়ে আছে শয্যার দুপাশে পড়িতেছি নাকো।
ভাবিতেছি স্নিগ্ধমনে এগুলিরে কোন্ বর্ণ দিয়ে কেন তুমি আঁক ?
তোমার পৃথিবী বন্ধু—রাত্রি তার ভয় নাহি জানে রৌদ্রে নাহি তাপ ;
ঝটিকায় পেলে শুধু শক্তির মহিমা, বজ্রে তব নাহি অভিশাপ।

সাঙ্গ করে ফিরে আসি দিবসের নির্লজ্জ সংগ্রাম, পড়ি তব লেখা—
সুমধুর স্বপ্নগুলি শুভ্রপক্ষে নামে চারিধারে, মোছে অশ্রুরেখা।
তোমার কবিতা বন্ধু, জীবনের আতপ্ত ললাটে বুলায় অঙ্গুলি।
আকাশ যে নীল বন্ধু ধরণীর মন্থনের বিষে, সে কথাও ভুলি!
পৃথিবীর যত অশ্রু—তুমি তার লয়েছ যে স্বাদ, জানি গ্লানি তার ;
বিধাতার কার্পণ্যের তাই বুঝি দিতে চাহ শোধ—মমতা তোমার!
মোহের অঞ্জন তাই পরাইতে চাও, হে ব্যাকুল অমৃতসন্ধানী—
নমস্কার কে করিবে ; হৃদয়ের এত কাছে আছ, লও হাতখানি॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এ প্রভাতে তুমি নাই

ঘোর ঘটা ক'রে এল শ্রাবণের মেঘে ;
বৃথা বায়ুবেগে
টলোমলো-টলোমল্ সঙ্গীতশতদল
অন্তরতরঙ্গে উঠিতে চায় যে কেন জেগে!
তুমি নাই, তুমি নাই,
এ প্রভাতে তুমি নাই—
তব আঁখি-অনুরাগ আকাশে ভুবনে আছে লেগে।

শরৎলক্ষ্মী ফিরে' শেফালির বনে,
স্মিতপ্রফুল্ল কাশে,
শিশিরিত ঘাসে ঘাসে,
আলো-ঝলোমলো নীল নভঅঙ্গনে
তোমারে কি খুঁজে পাবে
নব গানে—নব ভাবে—
আলো-ভালো-লাগা চির পুলক-আবেগে!
তুমি নাই, তুমি নাই,

সে লগনে তুমি নাই—
তব কণ্ঠের সুর নীলিমায় নীল রঙে লেগে।

বসন্তবনতলে কৌমুদীবন্যায় বায়ুহিল্লোলে
বর্ণে গন্ধে গানে প্রাণে প্রাণে যবে ঢেউ তোলে,
ছন্দ যদি সে ভুলে,
অশ্রু যদি গো দুলে
সহসা নয়নকূলে—
চিরবসন্তধনে
কেমনে ফিরাব আর কোন্ দেবতার বর মেগে!
তুমি নাই, তুমি নাই,
মধুযামিনীতে তাই
উৎসব ম্লান হবে বিরহবিষাদখানি লেগে।

কানাই সামন্ত

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

তুমি রবি আকাশের, হিরণ্ময় রথ-সমাসীন—
বৈদূর্য-মুকুট শিরে, আপিঙ্গল অরুণ-সারথি,
সপ্ত তুরগের রশ্মি দৃঢ় মুষ্টিতলে—তূর্ণগতি
ধায় রথ, ছিন্নমেঘবাষ্পচূর্ণ আবর্তে বিলীন,
জ্যোতিস্রোতে ভেসে যায়—এ উপমা আমাদের নহে!
অথবা যে 'অ্যাপোলো'র স্মিত হাসি ফুটালো ভাস্কর,
সূর্যের দেবতা যিনি, সপ্ত অশ্ব যাঁর রথ বহে,
সুঠাম, সুন্দর মূর্তি,—'লরেল'-পল্লব শিরোপর,
কল্পনা নমিছে তাঁরে; কিন্তু সে যে কানে কানে কহে,
'কবি যে স্বর্গের নহে, মর্ত্যলোক করে সে ভাস্বর!'

হে মানব, জীবলোকে ক্ষণ-স্বর্গ করেছ সৃজন,
সে তব অমোঘ স্বপ্ন;—সেথা মোরা লভিনু বিশ্রাম।

রৌদ্রদগ্ধ শ্রান্ত তনু—পল্লবের ছায়া লভিলাম।
শ্যামস্নেহমুগ্ধ দৃষ্টি লভিলাম মর্মর-বীজন।
নেত্র ভরি' এলো অশ্রু, কণ্ঠ মোর স্তব্ধ হ'ল গানে,—
গান নয়,—যেন বাজে অপ্সরীর চরণ নূপুর;
মনে হয় সুখ-স্বর্গ এলো বুঝি ধরার বিতানে!
একসাথে উঠে গন্ধ, গাঢ় ধূম ধূপ-অগুরুর,
বহুদূরে বাজে বাঁশী, মাতে প্রাণ অধীর সন্ধানে।
যত তাপ, যত দাহ, মনে হয় সকলি মধুর।

এ স্বপ্ন মিলায়ে যায়, সূক্ষ্ম এই সুর-মূর্তিগুলি
জীবনের রুক্ষ পথে খণ্ডে খণ্ডে ধূলিতে লুটায়—
উচ্চকিত রাজপথে ত্রস্ত ক্ষুব্ধ ঘন জনতায়
মাধুর্য হারায়ে প্রাণ নিরন্তর উঠে যে ব্যাকুলি'!
মোরা চেয়েছিনু শুধু প্রাণভ'রে লভিতে নিঃশ্বাস
যেথা তুমি আন্দোলিছ নিরন্তর সঙ্গীত-সুরভি
তরলিত কণ্ঠস্বনে, ভাবনার স্বচ্ছ অবকাশ
যেথা তুমি বিস্তারিছ এ বিশ্বের প্রাণ-স্পর্শ লভি'
গম্ভীর নির্মল মন্ত্রে! আমাদের ধূসর আকাশ
বিষ-নীল হ'য়ে উঠে—ভুলে যাই শান্ত ধ্যানচ্ছবি!

প্রাচীরে পাংশুল রেখা—জনাকীর্ণ বসতির মাঝে
দাসজীবনের গ্লানি বহি' চলে অযুত ধিক্কার,
গোপন অশ্রুর ফল্গু, কঙ্করের মাঝে হাহাকার
জড়তার মহাস্তূপে শুনিতেছি সুগভীর লাজে—
তাই, বড় সংগোপনে তব নাম রেখেছি লুকায়ে
নিভৃত মুহূর্ত-মাঝে—যবে অশ্রু উঠিবে উচ্ছলি'
অকারণ চৈত্র-রজনীতে, উদাস বসন্ত-বায়ে
শৃঙ্খল মোচন করি' অন্তরের কানে কানে বলি'
তব উদ্বোধনী বাণী—শ্রান্ত প্রাণ রাখি যে জাগায়ে
নব প্রভাতের লাগি' স্তব্ধ করি কণ্ঠের কাকলি!

হেমচন্দ্র বাগ্‌চী

রবীন্দ্রনাথ

পূরবে পশ্চিমে আজি অগ্নিগর্ভ জলদ নির্ঘোষে
ধ্বনি' উঠে সাবধান বাণী। পুঞ্জীভূত অপমান,
যুগান্তসঞ্চিত ব্যথা, অন্যায়, দারিদ্র্য, অকল্যাণ
ভস্ম করিবারে জ্বলে বহ্নিকুণ্ড প্রলয় প্রদোষে।
তবু প্রশ্ন জাগে মনে, নির্দোষী সে অপরের দোষে
সহিবে নিষ্ঠুর শাস্তি? কার হেন অদৃশ্য বিধান
নির্বিচারে মৃত্যু হানে নরনারী মানুষ সন্তান,
পর্বত কেন্দ্রিত পৃথ্বী টলি ওঠে কার অসন্তোষে?
অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্ব-কণ্টকিত সংশয়ের দিনে
নবীন আশ্বাসবাণী তব কণ্ঠে ধ্বনিবে না আর?
তোমার নির্দেশ দীর্ঘ সংগ্রামের পথে বারংবার
আনিয়াছে নবীন প্রেরণা। আজি যুগ-সন্ধিক্ষণে
তুমি নাই! বঞ্চিত বুভুক্ষু রিক্ত নিঃস্ব ভাগ্যহীনে
কার কণ্ঠ দিবে ডাক মুক্তিপথে দুর্বার প্লাবনে?

হুমায়ুন কবির

প্রণাম

একদিন প্রথম কৈশোরে
দুটি চোখ ভ'রে
সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখিলাম,—
সর্বব্যাপী আলোময় সূর্যেরে প্রণাম।

ভুবনেরে ব্যাপ্ত করি' রূপস্রোত বয় চিরকাল
তারা-ফোটা সন্ধ্যা আর পাখি-ডাকা সোনালি সকাল,

শত ভালোবাসা ঘিরে লক্ষ কথা গাঁথা
প্রতীক্ষার প্রতি লগ্নে হৃদয়ে সুরের শয্যা পাতা,
দুঃখে সুখে গান দিয়ে ভরা জীবনেরে,
নিত্যই সুদূরে ছোটা চেনা ঘর ছেড়ে,
যতক্ষণ এ-হৃদয় বাঁচে—
আমারে কৃতার্থ ক'রে তা'রা সবি আছে।
সব নিয়ে বাঁচিবার অধিকার যেখানে পেলাম।
প্রাণের সে উৎসে আজ সহস্র প্রণাম।

পৃথিবীর সৌন্দর্যের কবিতার ছন্দে তালে লয়ে
জীবন ঝঙ্কৃত হয়ে যেতে চায় বয়ে।
সমস্ত জীবন মাঝে সে-সবের এতটুকু কণা
যদি নিতে পেরে থাকে দুর্বল কল্পনা,
যদি মন পেরে থাকে সে কাব্য কখনো গুঞ্জরিতে,
হোক বা সবার তরে, হোক সে নিভৃতে,
তবে ধন্য আমি,
ধন্য জীবনের সখা, আমার মনের অন্তর্যামী ॥

অজিত দত্ত

শান্তিনিকেতনের ডাকে

॥ ১ ॥

মরা উপকূল আমার জগৎ
ঢেউ নেই, কোনো ঢেউ নেই ;
এমন জগতে কী কাজ বেঁচে :
আমি আছি আর কেউ নেই ?

কত ঝোঁক আর কত সঙ্কট
রচে নব নব নীহারজগৎ
এই পৃথিবীরই বুকে,
পুরানো শোক ও সুখের ঘূর্ণি
গোপন হাওয়ার হৃদয় পূর্ণি
আজো ঘুরে ফেরে স্মৃতি মোহনার মুখে।
কেউ নেই, তবু কেউ নেই?
মিছে এ জীবন কী কাজ বেঁচে
যদি সহজীবী কেউ নেই?

॥ ২ ॥

একলা বাঁচার মৃদু উদ্যোগে
উজিয়ে এলুম এতদিন,
কী যে আশা ভয় ভাবনা নিয়ে
নিজের মধ্যে নিজে লীন।
এ যেন একক পায়ে পায়ে এঁকে
পথ বার করা বুনো মাঠ থেকে
নিরালা খুশির ক্ষণে,
দেখেও না দেখা : কত বিচিত্র
মনোঘটনার আকাশচিত্র
ফোটে ও মিলোয় পৃথিবীর অঙ্গনে।
এতদিন, এই এতদিন
আলোর আঙুল ছুঁয়েছে, গেছে :
দেখেও দেখি নি এতদিন।

॥ ৩ ॥

আজ চেয়ে দেখি সারি সারি প্রাণ
নীহার খোঁপায় তারাহার :
কত আহরণ, হওয়ার হাওয়া,
বেদনাবোধন পিছে তার!

আলাদা লিখন—ছড়া বাঁধে তা'ও
মহারচনার উদার উধাও
আত্মসাতের টানে,
কত প্রেরণার মহাতরঙ্গ
খুঁজে বুঝে নিয়ে নিজ প্রসঙ্গ
মানুষে মানুষে ছড়ায় লক্ষখানে।
রব না রব না দূরে আর,
পেয়েছি কবির শান্তিলোকে
মহামিলনের খোলা দ্বার!

সুনীলচন্দ্র সরকার

আরোগ্য

সকালের কাঁচা রোদ পড়েছে দুয়ারে এসে লুটে,
নাম না জানিয়ে কে যে ফুল রেখে গেছে পত্রপুটে।
পাখিগুলি কিচিমিচি লাগিয়েছে চাতালের 'পর
ঘরের কুকুর 'লালু' দোরে তোলে ঘেউ ঘেউ স্বর।
দেখা দেন 'দিদিমণি' প্রাতঃরাশ-পাত্রটি হাতে,
মূর্ত মায়ের স্নেহ, কুশল-প্রশ্ন আঁখিপাতে।
গৃহ-বারান্দায় হলো লেখার টেবিলখানি ফেলা,
ডাক এলো বাহিরের, চিঠিপত্র এসে গেছে মেলা;
উত্তর অপেক্ষি' তাতে মানুষের বিচিত্র জিজ্ঞাসা,—
রাগে অনুরাগে সে যে মানুষেরি জ্যান্ত ভালোবাসা।
সাজানো সরঞ্জাম, প্রস্তুত প্রভাতী কফি পান;
পত্রিকা এনেছে বার্তা কী ঘটালো নাৎসি ও জাপান!
এক দিকে বিশ্ব বহে রুগ্নতার কালোরাত্রি ছায়া,
এদিকে আরোগ্য বহি' রবি-লেখা মেলেছে কী মায়া!

সে লেখা উদ্ভাসি' তোলে চলমান জীবনের ছবি,
দিন আছে, রাত্রি আছে,—সব নিয়ে আছে এক কবি।
তাহারি আহ্বান বাজে প্রাণবাহী বাতাসের বীণে ;
মৃত্যু হতে জন্ম চলে প্রতিদিন নব জন্মদিনে ॥

সুধীরচন্দ্র কর

রবীন্দ্রনাথ

ছিলে না বনের মৃগ, ঘাস ফুল মেঘের গহ্বরে
রঙিন আলোর রেখা। এমন কি, বালক ছিলে না।
তীক্ষ্ণ চোখ ঘিরে ছিলো সারা দিন। হাতের খেলেনা
ভারি হ'য়ে প'ড়ে গেছে হাত। তবু ছিলে অবসর ভ'রে।

তুমিও পাওনি দেখা নাপোলিতে নীলনয়নার।
চিঠির উত্তর নেই। দেহ ছিলো, আমাদেরই মতো।
হয়তো ঘামাচি, মশা। প্রতিকূল বাতাসে প্রহত
ভূলুণ্ঠিত ঘুড়ির আঁধার ঘণ্টা। তবু ছিল প্রতিযোগিতার

পরপারে, বিশ্রামে শুভ্রতাময়, যেন তুমি কখনো করোনি
চেষ্টা, কিংবা যেন কলস গিয়েছে ভেসে, তুমি শুধু জল।
যা পেয়েছি দু-দণ্ড তোমার কাছে, নিঃশব্দে, কেবল

সন্ধ্যার নিবিড়তায় ব'সে থেকে, আজ তাকে নির্ঘুম যামিনী
জেলে দেয় কূট গ্রন্থে, ভাবনার পাণ্ডুর অনলে,
বাক্, অর্থ, সম্পর্কের হিংসুক দাঙ্গা শেষ হ'লে।

বুদ্ধদেব বসু

তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ?

তুমি কি কেবলি স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ, কবি ?
হরেক উৎসবে যতো হৈহয়-সঙ্ঘের
মঞ্চে মঞ্চে কেবলি কি ছবি ?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ ?
কালবৈশাখীর তীব্র অতৃপ্ত প্রতিভা
বাদলের প্রবল প্লাবন
সবি শুধু বৎসরান্তে একদিনেই নির্গত নিঃশেষ ?
অপঠিত, নির্মনন নেই আর কোনো আবেদন ?
সাবিত্রীর ক্ষিপ্র খর বিভা
আমাদের হ্রস্ব চিরগোধূলিতে ম্রিয়মাণ ?
তোমারই কি ছিল এই নিরানন্দ ভঙ্গুর স্বদেশ
আলোহীন অন্ধকারহীন আপন সত্তার থেকে পলাতক
নিত্যরুচিক্ষয়ে ক্ষয়ে অসুন্দর ?
কোথায় সে প্রতিদিন রূপের রচনা
সেই নিরন্তর সুন্দরের ধ্যানের উন্মেষ
অনাত্মীকরণে সদা নিজেকে সে উত্তরণ
নিরলস জ্ঞানের নিয়ম
কঠিন শিক্ষার শ্রম
বুদ্ধির নির্ভয় শুভ্র আলোকে আলোকে
আত্মস্থের স্তব্ধতায় শুদ্ধ অন্ধকারে
শূন্যে শূন্যে ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে দীপ্ত গীতে
চৈতন্যের জ্যোতিষ্কে জ্যোৎস্নায় ?
উদ্‌ভাসিত সুদীর্ঘ জীবন,
যেখানে পর্বত ওড়ে আশ্বিনের নিরুদ্দেশ মেঘ
সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার
নটীর নূপুরে বাজে নদীর জোয়ার
শিহরায় দেওদার বন।

তোমার আকাশ দাও, কবি, দাও
দীর্ঘ আশি বছরের
আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো
বহুধা কীর্তিতে শত শিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও
তোমার কীর্তিতে আর তোমাতে যা দিকে দিকে
একাগ্র মহৎ
সে কঠিন ব্রতের গৌরবে
আমাদের বিকারের গড্ডলধুলায় দিনগত অন্যায়ে কুৎসিতে
শুনি যেন সুন্দরের গান
দেখি যেন একনিষ্ঠ দীর্ঘায়ুর প্রগতির এক ছবি
সুন্দরের গান যেন শুনি গাই
দশটার পাঁচটার উদ্ভ্রান্ত ট্রাফিকে
বস্তিতে বাসায় আর বাংলার নয়া কলোনিতে
জীবিকার জীবনের ভাঙা ধসা ভিতে
বোম্বাই সিনেমা আর মার্কিনী মাইকে অসুস্থ বৈভবে
মরাখেতে কারখানায় পড়ি যে জীবনের
সংগ্রাম শান্তির স্পষ্ট উপন্যাস
খুঁজি যেন সকালের সূর্য থেকে সন্ধ্যার সূর্যের
শুনি যেন আমাদের কান্নার অতল তলে অমর ভৈরবী
প্রত্যহের সচেষ্ট উৎসবে
সহজ অভ্যাস ফেলে সকাল সন্ধ্যায় বারো মাস
বছরে বছরে গ'ড়ে যাই জীবনের স্বাধীন বিন্যাস
তোমার বসন্তগানে রক্তরাগে হৃদয়স্পন্দনে
আমাদের দিনের পাপ্‌ড়িতে, জীবনের ফুলে ফলে
ভ্রমরগুঞ্জনে নব পল্লবমর্মরে
গড়ে' তুলি আজ কাল শতবর্ষপরে
আমাদের প্রতিদিন, কবি।

বিষ্ণু দে

বাইশে শ্রাবণ

তোমার মৃত্যুর দিনে মনে পড়ে অনেক মৃত্যুরে
অনেক অতীত মৃত মুখ, যারা আছে বহুদূর
স্মৃতিতে বিছিয়ে এক বিস্মৃতির আকাশের তারা,
আমার হৃদয়ে তা'রা মধুছন্দা, আর সে আর্তারা
সতত পাহারা দেয় পাছে ভুলে যাই কণ্ঠস্বর
পাছে মুছে ফেলি দৃষ্টি, অস্পষ্ট বিরহ-প্রহর
শ্রাবণের খর-ধারে ভাদ্রের আর্দ্রতা-মাখা রোদে !

কাচ-স্বচ্ছ অশ্রু ধরে মাখিয়েছি আদর-পারদে
তাই, যেন পাই মুক্তা—অশ্রুত অগীত মূক মুখ
তার ফলে স্বপ্ন-ছবি, পদচিহ্ন, অনন্ত কৌতুক ॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

অগ্নি-ঈগল

শতাব্দীর মহাকাশে মেলে দিয়ে হিরণ্ময় পাখা
মহাশূন্যে উড়ে যায় অগ্নিময় স্বর্ণ-বিহঙ্গম,
গলিতস্বর্বণ ঢালা বহু নিম্নে সাগর-সঙ্গম,
সম্মুখে স্বর্ণের বৃত্তে নভোনীল দিকচক্র আঁকা।
অনেক ঝড়ের গতি ঐ পক্ষে শান্ত হয়ে আছে,
অনেক তারার রাত ঐ পক্ষে ফেলেছে নিশ্বাস,
পৃথিবীর দুই পক্ষে ঘূর্ণি দিয়ে ছড়ায়ে বাতাস
এইবার পাখা দুটি স্থিরশূন্যে উর্ধ্বে উড়িয়াছে।
কী বিশাল অগ্নিপক্ষী উড়ে যায় দূর হতে দূর,
বিশ্বে নামে যুগসন্ধ্যা—নভোতলে আলোর সাঁতার—

জ্বলিছে গোধূলি-স্বর্ণে দিনান্তের নিস্তব্ধ পাথার,
সহসা সম্মুখে ছেঁড়ে দিগন্তের স্বর্ণসূত্র ডোর ॥

অশোকবিজয় রাহা

এ স্বাক্ষর বিশ্ববাংলা

নরোত্তম-চেতনার প্রদীপ্ত উদার অঙ্গীকার
চিত্রময় অক্ষরের এ এক অদ্বৈত অহংকার
রূপদক্ষ মননের লাবণ্য-ঝংকার !
প্রশান্ত রজতশুভ্র রুদ্র-ললাটিকা
কল্যাণের বৈজয়ন্তী শিখা
ভারততীর্থের আত্মমর্যাদার মুক্ত মহাকাশে
জ্যোতির্ময় অগ্নিরেখা এ মহাস্বাক্ষর !

যে গানে বাতাস কাঁপে
রং ধরে ফুলে
সান্দ্রনীল আকাশে তারার
মণি জ্বলে মনশ্চন্দ্রমার
রাকায় সুরের কম্প্রতরঙ্গে ভ্রমরবিলসিতা
কবিতা শরীর পায়,
শাঙন সজল ঘন অস্থির রাত্রির মূর্ছনায়
বর্ষা নামে,
যে গানের ঝড়ে নাচে বাউল-বৈশাখী
পাখি ডাকে অরণ্যচূড়ায়
শরতে গঙ্গার কূলে উতলা হাওয়ায় কাশবন
রোমাঞ্চিত শুভ্র মহিমায়।
যে গানে ছন্দের মায়া
যে গান বিশ্বের প্রতিচ্ছায়া,

লিখেছি অজস্র লেখা যে গানের সমুদ্রের কূলে
সুর-লয়-তানবদ্ধ তাঁরি স্বর্ণচাঁপার আঙুলে
রূপলক্ষ্মী মন্দিরের আলিম্পন এ স্বর্ণস্বাক্ষর।

সুরের সুরভিস্নিগ্ধ প্রসন্ন সঙ্গীত যাঁর প্রাণ
প্রবুদ্ধ ভারত-বিবস্বান!
গৌরবের নভঃস্পর্শী শতাব্দী-শিখরে
রশ্মি যার বাঙ্ময়-ঝংকার
পিতা যিনি এ যুগের কবিযশঃপ্রার্থী-জীবনের
পার্থিব শান্তির দীপাধার,
অগ্নিগর্ভ প্রতিবাদ
কুটিল সাম্রাজ্যবাদী ক্ষয়িষ্ণু বণিক-সভ্যতার
সমদর্শী সাম্যভৌম যিনি বিশ্বমৈত্রীর পূজারী
তাঁরি মহাসামুদ্রিক
ভাস্বর স্ফটিকস্বচ্ছ কাব্যচেতনার
নবযুগ-অভিজ্ঞান
এ স্বাক্ষর প্রমূর্ত কল্যাণ।

উদাত্ত ভারত-ললাটের
মনুষ্যত্ব-বিধায়ক এ স্বাক্ষর পুণ্য জয়টিকা
প্রাণোল্লাস রূপায়িত এ এক অনন্য রূপশিখা
সুতীব্র দুঃসহ রাত্রিমন্থিত ব্যথার প্রতিকার
সাম্যের শান্তির অঙ্গীকার
ভারত-কবির স্বর্ণলেখনীর দৃপ্ত অহংকার
এ স্বাক্ষর বিশ্ববাংলা
উদার বলিষ্ঠ ঋজু জাগ্রত নবীন এশিয়ার।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

নূতন সূর্য

প্রতিদিন প্রাতে নূতন সূর্য ফিরে আসে আকাশেতে
ধরণীর শিশু হাসে আর কাঁদে সূর্যের রথ চলে—
দিগন্ত থেকে দিগন্ত জোড়া অগ্নি-পরিক্রমা ;
চোখ ঝলসায়—চক্ষু মুদিয়া তোমারে স্মরণ করি !

আকাশের রবি, নেমে এসেছিলে পরম শুভক্ষণে,
আলোর কণিকা দু'হাতে ছিটায়ে মাটিতে জাগালে প্রাণ ;
সহসা সে মাটি পাখা ঝাপটিয়া আকাশে উড়িতে চায়—
লোহার শিকল তোমার কিরণে গলিয়া খসিয়া পড়ে !

ডোবে না এ রবি গোধূলিবেলায় তপ্ত দিনের শেষে,
শ্রাবণের মেঘ ঢাকিতে পারে না দীপ্তি এ সূর্যের ;
গভীর নিশীথে মোর কানে কানে এই রবি কহে কথা,
ঘুমন্ত দেহ নাড়া দিয়ে বলে—'তুমি কি করেছ ক্ষমা ?'

জেগে উঠে বসি, দেয়ালের গায়ে আগুনের লেখা দেখি
গভীর আবেগে বলি,—কবি, তুমি চিরদিন থাকো জেগে
শয্যার পাশে, পথের প্রান্তে, নির্জন মরুভূমে
চক্ষে আমার তন্দ্রা নামিলে শুনায়ো বজ্রবাণী !

প্রভাত বসু

রবীন্দ্রনাথ

তোমার কাব্যের বীজ   পাথরে পড়িয়া যদি
ফুলে-ফলে না হয় সফল
পড়িতে পথের 'পরে   পথিক দলিয়া যায়
খেয়ে যায় খুঁটে-খাওয়া পাখী।
হাজার আগাছা সাথে   মহামূল্য কোন চারা
দূর করে ফেলে দেয় কেহ—
সে দোষ তাদের যারা   দাঁড়ায়ে মাটির পরে
মাটিরেই দিতে চায় ফাঁকি।

দুবেলা তাদের সাথে   দু' মুঠো অন্নের লাগি'
আমাদের অশ্লীল সংগ্রাম,
কদর্য কলহে মাতি   অন্ধকারে হাতাহাতি,
দীর্ণ দেহ ছিন্ন বহির্বাস।
তোমার কায়ারে তাই   ছায়া ভেবে হেসে ওঠে,
তোমার সুধারে বলি সুরা;
জ্বরের বিকার ঘোরে   তোমারে চিনিতে নারি
গালি দেই, করি উপহাস।

তুমি হেসে ঢেলে দাও   বলো, 'পারো ফেলে দাও
মোর কাজ আমি করে যাই।
গানহীন এই দেশে   এনেছি গানের গঙ্গা
মানি নাই জহ্নুর শাসন,—
রোগের দুঃস্বপ্ন আর   যন্ত্রণার গর্ভ হ'তে
আরোগ্যের প্রসন্ন প্রভাতে
যেদিন জাগিবে তুমি   জ্বর-দগ্ধ হে দুর্ভাগা,
পড়ো তুমি আমার ভাষণ।'

অনাগত মানুষের মগ্ন চেতনার মাঝে
সংখ্যাতীত ভগ্নাংশ তোমার
কি সৌরভে কি গৌরবে কি ভাবে বাঁচিয়া রবে
কোন্ ফুলে হবে কোন ফল,
সে কথা জানি না আজ সে কথায় কিবা কাজ
সিদ্ধ হবে কোন প্রয়োজন!
'তোমারে বাঁচাতে হবে',— এই শুধু বুঝিয়াছি
এইটুকু করেছি সম্বল ॥

সরোজকুমার দত্ত

প্রণমি

দেখেছি তোমার নামে সবার প্রথমে
শ্রাবণে ধানের শীষে দুধটুকু জমে,
তোমারি তো নামে
বৈশাখে আখের ক্ষেতে যত মধু নামে।

তবুও হাজার হাতে হাওয়া দেয় ডাক,
কোথাও মাটির স্বপ্নে শিলীভূত পঁচিশে বৈশাখ।
কোথায় আকাশে বাজে সোনার সরোদ
পঁচিশে বৈশাখী ভোর গ'লে হয় গিনিসোনা-রোদ।

তুমি তো বনস্পতি তোমার পায়েতে থরে থরে
অজস্র শব্দের রং কৃষ্ণচূড়ার মত ঝরে :
তুমি এক অবাক্ মৌচাক
কথাগুলি চারপাশে ঘোরে যেন গুন্‌গুন্ সুর এক ঝাঁক।

তোমার ছন্দের নদী জমা হ'ত যদি
পৃথিবীতে হ'ত মহাসমুদ্র-বলয়,
ঝুর্‌ঝুরে গানের মাটি জ'মে জ'মে হ'ত
আর-এক নতুন হিমালয় !

আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায়
ছড়ানো তোমার প্রিয়নাম,
তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা
কোন্‌খানে রাখবো প্রণাম !

দিনেশ দাস

কবি সমীপেষু

অনেক লোকের ভিড় দেখে আজ
নিবিড়-কাছে যাইনি তোমার।
দেখতে গিয়ে স্মৃতির চিহ্ন
হারিয়ে গেল গঙ্গাকিনার।
পথ না পেয়ে আপনাকে ওই
জনস্রোতে দিলেম সঁপে।
চমকে দেখি, পৌঁছে গেছি
বাড়ি-ফেরার ট্রামের স্টপে ॥

মনের মধ্যে মন্ত্রসম ও-নাম ছিল,
যুক্ত-করে জিম্মা-করা প্রণাম ছিল,
দুই আঙুলে ধরা ছিল
প্রাণের প্রীতি পুরোপুরি—
একটি সবুজ পাতায় ঢাকা
ছোট্ট দুটি বেলের কুঁড়ি ॥

শ্রাবণ শেষের এ-দিনটিতে
উঠলো কেঁদে আকাশ আবার,
বৃষ্টিধারার হাত বাড়িয়ে
স্পর্শ করে গঙ্গাকিনার।
দূরের থেকে দেখতে পেলাম
ভক্তি-প্রীতি প্রেমের প্রলয়—
ভারী ভারী ট্রাক থেকে ওই
নামছে ভারী পুষ্পবলয়।

সমারোহের ভিড় ডিঙিয়ে—
দেখবো তোমায় উপায় কি তার,
বৃষ্টিধারার চিকের মাঝে
হারিয়ে গেল গঙ্গাকিনার।
ওইখানে এই ক্ষুদ্র ফুলের—
কী দাম আছে, আছে কি দাম ?
জায়গা না পাই একটুখানি
রাখবো কোথায় আমার প্রণাম॥

নীল কাগজের নকশা মেলে
নিয়ে স্টিলের লম্বা ফিতে
আপাদ-মাথা মুড়ি দিয়ে—
গাম-বুটে আর বর্ষাতিতে
দাঁড়িয়ে আছেন বিরাট মূর্তি
নাম-জাদা সব এঞ্জিনিয়ার,
উঠবে নাকি ওই মাটিতে
শ্বেতপাথরের উচ্চ মিনার॥

ধন্য করে গঙ্গাকিনার
উঠুক চূড়া অভ্রভেদী—

সবুজ-পাতার আড়াল-দেওয়া
বেলের কুঁড়ি আজ কাকে দি' ॥

সুশীল রায়

বাইশে শ্রাবণ

এই ভাঙা-গড়া শেষহীন
এই রাত্রি দিন,
একে একে আসে
আর যায়—
ছিন্ন খণ্ড জীবনের ধন,
মাটির যা মাটিতে মিলায়।
নিষ্করুণ মৃত্যু করে পান,
এই আলো গান,
চোখের সাগর থেকে মুছে নেয়
রৌদ্র, নীল, নিখিল আকাশ—
দেয় টানি' অন্ধ যবনিকা,
শেষ পরিচ্ছেদ,
লুপ্ত হয় সব ইতিহাস।

জোনাকি আলোর মত ক্ষীণ-আয়ু
জীবনের শিখা
জ্বলিছে নিবিছে বার-বার—
একটি মৃত্যুর শেষে,
শেষহীন শর্বরীর ছায়া
শুধু রয় বিস্মৃতি অপার।

চিরন্তন তোমার প্রকাশ,
তোমার এ গান

থেমে নাহি যাবে কোনদিন,
তোমার এ দান
কোনদিন হবে না মলিন—
বিপুল সৃষ্টিরে ঘিরে রবে চিরদিন
নিরবধি কালের বিস্ময়।
—উজ্জ্বল স্বাক্ষর।
এসেছে শ্রাবণ আজ—
মৃত্যু দীপ্ত দিন,
উদ্দীপ্ত মধ্যাহ্ন-ছন্দে প্রজ্বলন্ত নাম,
পেলো এক পুষ্পিত প্রণাম॥

মৃণাল কান্তি

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে

কি এনেছ সাথে কিছুই জানি না,
তবু অকারণে প্রাণ
উল্লাসে মেতে ওঠে,
মেরুতে মরুতে জলে ও বিমানে
দুরন্ত গতি ছোটে :
তারপর গায় মহামুহূর্তে
সৃষ্টি-সুখের গান,
জানি সে তোমার দান।

মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি হয়ে
ক্ষুধিত মানুষ লড়ে,
পড়েছে পড়ুক ভাঙা কুঁড়ে ঘর
কালবোশেখীর ঝড়ে।

আগুন লেগেছে, পরোয়া করে না,
একসাথে গায় আগামী দিনের গান,
মধুর বেদনা-স্পৃষ্ট কবির প্রাণ ;
সেও তো তোমারই দান।

দুই হাতে যারা ভীরুতাকে রোখে
দূর করে যত উদ্ধত অবিনয়,
দেশের দশের জীবনে স্বপ্ন
করে তোলে প্রাণময়,
তারা তো সকলে পরিচিত জন
পুষ্ট তোমার সূর্যকণার দানে ;
অন্ধের মত তবু খুঁজি কেন
জন্মদিনের মানে !

গোপাল ভৌমিক

বাইশে শ্রাবণ

অনেক শ্রাবণ-দিন বহু ব্যর্থ বাইশে শ্রাবণ
রিক্ত হস্তে ফিরে গেছে ; মিশে গেছে তার প্রতিক্ষণ
প্রীতিহীন মৃত্তিকায়—খ্যাতিহীন, গৌরববিহীন,
পাণ্ডুর, মলিন।
বিবর্ণ শ্রাবণ-দিনে সেই শ্রান্ত আনত আকাশ
কুড়ায়েছে রিক্ততার রুক্ষ পরিহাস
বহুদিন। রেখাহীন রঙহীন বুকে
শরৎ হেমন্ত আর বসন্তের বর্ণচ্ছটা
হেসে গেছে নির্মম কৌতুকে।
তারপর একদিন অকস্মাৎ দিন এলো তার
একটি মৃত্যুই শুধু দিল তারে মহিমা অপার।

দীর্ঘদিন পৃথিবীর পরম গৌরবে বাঁচিবারে
একটি সে মৃত্যু এসে দিয়ে গেল তারে
লক্ষ লক্ষ মানুষের সিক্তপক্ষ্ম আঁখির প্রসাদ!
অশ্রুসিক্ত বন্দনের স্বাদ।
বাইশে শ্রাবণ সেই ঊর্ধ্বে তুলি সে মৃত্যুর মসীলিপ্ত কর
রেখে গেল পৃথিবীতে চিরন্তন অক্ষয় স্বাক্ষর॥

আহ্‌সান হাবীব

জন্মদিন

যদিও আকাশ পোড়ে, কাকজ্যোৎস্না নীলে
বৈশাখের দাহ নামে, মাঠ মূর্ছাতুর
লৌহচক্র আবর্তিত সমগ্র নিখিলে
বিপুল অস্থির বেগ জাগায় অসুর;

যদিও রজনী কাঁপে, সন্দেহকাতর
শ্মশানযাত্রীরা চলে কাঁধে মৃত শব
যৌবন যন্ত্রণাবিদ্ধ, বিদীর্ণ উৎসব,
শুনি শুধু পিশাচের ঐকতান স্বর;

তবু যেন ফিরে পাই শ্মশানে স্বদেশ
তোমার অমৃত গানে; বিষের যন্ত্রণা
যেন সুরে ধুয়ে যায়! তোমার আদেশ
শোনে যেন কান পেতে ঘুমন্ত চেতনা,

শুষ্ক মেঘ! যেন যায় নষ্ট অন্ধকার
শুভ জন্মদিনে; জ্বলি ঐশ্বর্যে আবার॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি ছবি দেখে

বিস্মিত মুহূর্ত এক। সিস্টাইন চ্যাপেলে দুর্বার
নিস্তব্ধ পলক মাত্র, তারপর যুবক রাফেল
আনন্দ উচ্ছ্বাসে-হাসে, 'ঈশ্বরের করুণা অপার,
আমাকে দিয়েছে জন্ম শতাব্দীর রক্তিম বিকেল!'
মাইকেল এঞ্জেলোর ছবি গম্বুজের নিগূঢ় আঁধার
ছিঁড়ে ছিঁড়ে আলো হয়। এ-বিস্ময় জীবনে অঢেল
আসে না কখনো জানি। দ্বিধাহীন আনন্দ আমার
জীবনেও এসেছিলো, যে-আনন্দ স্পন্দিত, হিমেল!

আগুনের লাল শিখা মুক্তি পেয়ে হয়েছে উধাও,
শাখা-প্রশাখায় জ্বলে, আকাশের মহিমারে যেন
একবার ছুঁয়ে তার সবটুকু নিতে চায় মেখে!
'তুমি কি কেবল ছবি, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও
অনন্ত আকাশে দূরে।' মনে হলো কি-জানি যে কেন
লাল কালি দিয়ে আঁকা ছবিটির গায়ে হাত রেখে!

অনিল চক্রবর্তী

এলেজি

আজ এই রাতে পীচঢালা পথ আঁধারে হয়েছে কালো;
জ্বলে গৃহদীপ কতটুকু আর পারে
ঘোচাতে নিকষ কালো রাত্রির বাস?
অনেক জীবনে ঘিরেছে নিরাশ্বাস।

ছিলে পরিচিত—হঠাৎ দেখি যে অপরিচিতের বেশে
ওগো চিরচেনা, চির অচেনার দেশে
অগ্রচারণে ক্লান্ত পায়ের পাতা
সহসা বিরাম লভিল কি বরণীয়?

ওগো পরিচিত, মৃত্যুর চির অপরিচয়ের বেশে
মৃত মানুষের সংখ্যার মত হ'লে শুধু স্মরণীয়।

যাদের কাছেতে কেদারাটি টানি
বলতে সহজ বাণী ;
কাব্য ও গানে হ'ত সমাদর যে কোন দিনেতে পেয়ে ;
আজ দেখ চেয়ে
তাদের দেওয়ালে তোমার বাঁধানো ছবি ;
ফুলের মালায় বরি'
সন্ধ্যাবেলার ধূপের ধোঁয়ায় তাকে বন্দনা করি,
লিখেছে নীচেতে তোমারি কবিতা ধাঁচে—
'নয়নের মাঝখানে লভিয়াছ ঠাঁই
আজি তাই'—

চলে গেলে দ্রুত সহসা সকল দৃষ্টির পরপারে,
তমসা-সাগর-ধারে,
অতিপরিচিত, অপরিচিতের কুয়াশা-গোলক মাঝে।
কত হ'ল ব্যবধান !
স্নেহ-প্রেম-প্রীতি পুড়ে হ'ল ছাই
চিতার কাঠের কাছে।
জীবন আজকে পরাজিত হয়ে
বাড়ায় বিফল হাত,
মৃত্যুর সাথে হাত-টানাটানি,—
অবশেষে হ'ল মৃত
বিয়োগ-ব্যথার তুহিন কঠিন ছাঁচে।

জ্বলে গৃহদীপ কতটুকু আর পারে
ঘোচাতে নিকষ কালো রাত্রির বাস ?
অনেক জীবন ঘিরেছে নিরাশ্বাস ॥

বাণী রায়

আর এক পৃথিবীতে

সেদিন গাইলাম রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি
'লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি'……
সঙ্গীতের আসর তখন স্তিমিতপ্রায় আলোর মতো নিবু নিবু
আলস্যের মাদকতার ছোঁয়া লেগেছে
সেই সব অনন্যসাধারণ মুখে,
সঙ্গীতের ঝঙ্কার যাদের পরিবর্তিত ক'রে নিয়ে যায়
আর এক পৃথিবীতে।

তারা তখন আনন্দে প্রায় মাতালের মতো চুর
তালে তালে তাদের দেহ আন্দোলিত হচ্ছিল
সুরের নদীর স্রোত যেন তাদের শরীরে
অপরূপ ভঙ্গীর ঢেউ তুলছিল
আর তারা শিরশির ক'রে কাঁপছিল

কোথায় থেকে অনির্বচনীয় আলো
পড়েছে তাদের কপালে
আমি তো মানি না অনিন্দনীয় মহত্ত্বের অস্তিত্ব
অভাবনীয় দেবালয়ের আরতি
তবু আমি সম্মোহিতপ্রায় নিজেকে ছড়িয়ে দিই
সুর আমাকে যেখানে নিয়ে যায়
ওদের সকলের সঙ্গে তাল দিয়ে মাতাল হই ॥

দিলীপ রায়

পঁচিশে বৈশাখ

ভাটিয়ালী-বাউলের ছন্দে
রাগ-রাগিণীর ধারা মিলাতে ;
পট-প্রতিমার ঋজু শিল্পে
আলো-ছায়া সংকেত বিলাতে ;
ব্রত-পার্বণী ঐতিহ্যে
ঋতু-উৎসব ধারা গড়তে ;
তপোবনী শান্তির সুষমায়
নাগরিক জীবনকে ভরতে ;
দিন-মাস-বছরের প্রবাহে
পঁচিশে বোশেখ জ্বলে উঠল ।
একটি অমর মহা-আত্মা
মর্ত্যের প্রাণ হয়ে ফুটল ॥

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ

একটি হ্রদের মত মৃত্তিকার শৈলসানু দেশে
যথেচ্ছ বিহার । থাকি তাল শাল তমালের পাশে
আচ্ছন্ন অরণ্যে, নীল প্রজাপতি মখমল ঘাসে,
বিচিত্র পাখীর গানে তন্দ্রালস আবিষ্ট আবেশে ।
সন্ধ্যায় বৈচিত্র্যময় শতভিষা উত্তরফাল্গুনী
প্রসন্ন পদ্মের মত চারুশশী প্রস্ফুট-বিস্ময়,
বায়ুর চকিত স্পর্শ—কুমারীর সুখস্পর্শময় ;
নিঃশব্দে শৈবালে হাঁটি নীলহ্রদ—স্বপ্নজাল বুনি ।

নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্তব্ধ, অরণ্যমুখর সন্নিবিড়।
নীলাকাশে ভাসমান কলাপী পাখার মত মেঘ,
তথাপি কদাচ নেই সমুদ্রের উত্তাল উদ্বেগ
কল্লোল কামনা—এই ভ্রূলাঞ্ছিত ভাবনার ভিড়।
এই বেশ মগ্নস্বপ্নে ; সমুদ্রের বিপুল বিস্তার
সভয়ে এড়িয়ে আছি—চাইনা আচ্ছন্ন চারিধার॥

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

রবি ঠাকুরের ছবি

সকলি অস্পষ্ট মুখ, যেন কোন নিয়তির চিঠি
শীতের পিওন আনবে, তাই তারা প্রতীক্ষায় বোবা,
তাই তারা হেমন্তের থেকে দূর অরণ্য-কুহেলী
স্বপ্নের লাবণ্যে নিয়ে রুক্ষকেশ অস্তমিত শোভা।

বিবর্ণ আকাশ মাটি, যেই রঙ্ লাগাও সুন্দর
বৃদ্ধা বসুন্ধরা তার সঙ্গে যায় মৃত্যুর নির্মাণ ;
যায় মূঢ় সমারোহে যাদুঘর মিছিল, কান্নায়
কাঁপে প্রস্তরের মুখ অপরাহ্ণ সমুদ্রের ম্লান।

তবে চিত্র অবচেতনার মৌন গুহার গভীরে
অজন্তার থেকে দূর হোক অন্য শিল্পের ভাস্কর্য ;
করুক আনন্দ খেদ ! আলো তার রূপের বলাকা
মেলে দিক দূর নভে প্রজ্ঞার অপূর্ব কারুকার্য ;

সে প্রশান্তি রমণীয় ; সুচেতন কবির তিমিরে
আরেক ভাস্কর তুমি, জ্বেলে দাও ক্লান্তির আশ্চর্য॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ

এখনো দানবী নৃত্যে অসুরের উদ্দাম উল্লাস,
তোমার ঐতিহ্য স্বপ্ন ভেঙেচুরে করে খানখান—
রুদ্ধ করে রূঢ় হাতে তোমার সে সঙ্গীত মহান্
শান্তির ললিত বাণী করে তোলে ব্যর্থ পরিহাস।
কদর্য উন্মত্ত হাস্যে ভরে দেয় আকাশ বাতাস
তোমার অমর কথা—সেই বিশ্বমানবের প্রাণ
এক রক্তখাতে বয়, এক সুর, একক, মহান্
ধ্বংসের জঘন্য লোভে মুছে ফেলে সেই ইতিহাস।

তোমার প্রেমের বাণী, তোমার শান্তির দান ঢের
মুখর করুক প্রাণ, উদ্দীপিত করুক অন্তর,
বঞ্চিত মানব মনে বুকে দিক প্রেমের পল্লব।
দস্যুতার লুব্ধ ধুলো দূর করে অজস্র প্রাণের
মঞ্জরী প্রতিষ্ঠা হোক, নিবে যাক শয়তানের ঝড়।
আলো হোক, খুশি হোক, চারিদিকে শান্তি হোক সব।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

শান্তিনিকেতন থেকে

সে-কোন্ নারীকে আমি ভালোবেসে ক্ষয়ে যেতে পারি
কঠিন অসুখে ভুগে ? কাঁপে একেশিয়ার শরীর
ছায়ার কাঁকরে পথে রতনকুঠিতে জ্যোৎস্নায়।
কেউ জেগে নেই আর। কেউ নেই। খোয়ায়ে প্রান্তরে
শীতের কুয়াসা স্থির প্রতিকৃতি রবীন্দ্রনাথের।
হঠাৎ বাতাস আসে। থেমে যায়। কাঁপে, রাত্রি কাঁপে।
সে-কোন্ নারীকে আমি ভালোবেসে ক্ষয়ে যেতে পারি ?

সে-নারী কবিতা ? - কথা ? অশরীরী শব্দের ব্যঞ্জনা ?
হয়তো। অস্পষ্ট সব। শান্তিনিকেতনে জ্যোৎস্নায়
সমস্ত বেদনা দুঃখ কান্না শোক কথা—শরীরিণী
রবীন্দ্রনাথের গানে। তাঁর দিগ্‌বিস্তৃত চেতনা
খোয়ায়ে প্রান্তরে দূরে কাছে একেশিয়ার শরীরে
আমার হৃদয়ে ব্যাপ্ত, সঞ্চারিত স্নায়ুতে স্নায়ুতে :
সে-কোন্ নারীকে আমি ভালোবেসে ক্ষয়ে যেতে পারি ?

অরুণকুমার সরকার

তোমার গান

তীক্ষ্ণ রৌদ্র আচম্বিতে হেনে যায় চেতনার কশা—
মজফরপুর জাগে। লাল ধুলো ঘূর্ণি হয়ে ওই
পত্রহীন শাখায় ব্যাপ্ত, রুক্ষ চুলে বিচূর্ণ পরাগ—
পাশে জীর্ণ টমটম, সাইকেল রিক্সার ঝাঁকুনি
বাজারে বাজরার ঝুড়ি নিয়ে ফেরে দেহাতী কিষাণী,
কোমরে হাতুড়ি, বিড়ি খৈনি মুখে বিজলী শ্রমিক
ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দেখে তাপের ভ্রূকুটি, বেণী-দোলা
বালিকার মুখে কুল্‌পী, বৃদ্ধের নিঃশব্দ মুখ, চোখ
নিরাশায় ঘোলাটে। উঁচুনীচু বক্র রূঢ় পথ—
পিঙ্গল দিগন্তে ঝ'লে নিরাশায় ম্লান মরীচিকা।

—অকস্মাৎ সে মুহূর্তে মাথার পাগড়ী খুলে দেখি
রবীন্দ্রনাথের গান উচ্চকিতে সব এলোমেলো
চকিতে একত্র ক'রে কী-এক প্রাণের বেগে কাঁপে।
উজ্জ্বল নির্মল চোখে অগুন্‌তি আলোর মিছিল, সুর,
গান, কথা—কী প্রলয় নিয়ে আসে দুরন্ত বন্যায়

—যে বন্যা অনড় যত জরার রাজত্বে দৃঢ় হাতে
নিয়ে আসে অকথিত ভবিষ্যের প্রচণ্ড দুর্দম
দুর্ধর্ষ সে সম্ভাবনা—যে ভবিষ্যে শিশু হাসে, মাতা
নিঃশঙ্ক স্নেহের ছবি চুম্বনে ললাটে যায় এঁকে ॥

অতীন্দ্র মজুমদার

পঁচিশে বৈশাখ

সময়শূন্যে পদচিহ্নের জলছাপ মুছে ফেলে
শতাব্দী আঁকে স্বাক্ষর শুধু একটি মুহূর্তের,
অনন্ত দিনরাত্রির মাঝে আপনাকে দিলো মেলে
আকাশ ; একটি হৃদয়ে শূন্য সীমাকে পেয়েছে ফের।
তার নাম মহাপুণ্যলগ্নে—পৃথিবী সে নাম আঁকে
আপন বক্ষে ; রক্তচিহ্নে সে নামের স্মরণের
উৎসব বাজে ; সময়শূন্যে দিন যায় রাত থাকে
সব নাম মুছে একটি নামের একটি মুহূর্তের
ছাপ আঁকা হয়।

ধূসর আকাশে রাত্রির যবনিকা
তুলে তুলে খুঁজি কোথা অমর্ত্য আলোক জ্যোতির্ময় ;
তোমার আমার জীবনের শেষে কোন জীবনের লিখা
মৃত্যুঞ্জয় সূর্য-পরশে মৃত্যুকে করে জয় ?
সময়ের কূলে মাঝে মাঝে দেখা পাই সে বৈশাখের
সব নাম মুছে একটি নামের একটি মুহূর্তের।

সন্তোষকুমার অধিকারী

রবীন্দ্রনাথ

তোমার আলোর থেকে যত দূরে সরি
প্রতিপদে তোমাকেই তত মনে করি।
শুধু প্রতিপদে কেন? দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থীতে—
সমস্ত তিথিতে।
অমাবস্যা আর পূর্ণিমায়—
তুমি স্থির বসে আছ আলো আর ছায়ার সীমায়।
পৃথিবীর সমস্ত আকাশে
তোমার প্রাণের চিত্র
জীবনের মানচিত্রে ভাসে।
এখানে ওখানে সবখানে,
তুমিই ছড়িয়ে আছ, তোমার গল্পের অবসানে
তাই তো পুনশ্চ খুঁজি: আশ্চর্য শ্রুতির ঘ্রাণে ভরা।
সুরের তরঙ্গে তুমি ধরণী করেছ সসাগরা।
তোমার হীরক-প্রীতি আর তারি স্মৃতির ছোঁয়াচ
কেটে দেয় আমাদের অপ্রেমের, সংশয়ের কাঁচ।
রূপসায়রের কূলে আমরাও তোমার মতন:
খুঁজে ফিরি অরূপরতন।

হেনা হালদার

কবিকে

অশুভ স্বপ্নের মত
ইতস্তত
দক্ষিণ হাওয়ায় ওড়ে ক'টি ছিন্ন পাতা
থেমে যাই চোখে পড়ে তোমার কবিতা।

আঁকাবাঁকা এ গলির একপ্রান্তে বাসা
প্রাণের পিপাসা
কখনো মেটে না তবু চুপ করে শুনি
তোমার আকুল কণ্ঠ। তুমিও বোঝনি
এ গলিতে কত ব্যর্থ হতে পার তুমি।

কে জানে কে কোন্‌দিন চড়া দামে হেঁকে
নিয়ে গেছে সব ভালো এ গলির থেকে

এ তো অন্ধকূপ
আচ্ছন্ন আবিল স্বপ্নে বিষণ্ণ বিরূপ,
এখানে কেন যে
হঠাৎ সমুদ্র-সুর-শাঁখ ওঠে বেজে
এখানে কেন যে
দক্ষিণ হাওয়ায় ওড়ে ক'টি ছিন্ন পাতা
আর কোনো কিছু নয় তোমার কবিতা।

আরতি দাস

বাইশে শ্রাবণ

এমনই মৃত্যুতিথি
চিরদিন শুধু প্রখর প্রবল জীবনের পরিচিতি।
ম্লান অশ্রুর মেঘ আবরণে
হে বন্ধু দেখ বাইশে শ্রাবণে
পঁচিশে বোশেখ গান ক'রে যায় প্রাণ-উজ্জ্বল গীতি।
মৃত্যুঞ্জয়ের রাগিণী বাজায় এ এক মৃত্যুতিথি ॥

দু'ধারে পাহাড় কালো হ'য়ে ওঠে সঞ্চিত যত গ্লানি
মাঝে পউষের রিক্ত নদীর মত আমি জের টানি।

তুমি শুধু আজ বাইশে শ্রাবণ
আনো জীবনের আকুল প্লাবন
সূর্যের মত জ্বলুক আকাশে অগ্নিজীবন স্মৃতি।
মৃত্যুজয়ের মন্ত্রণা দিক মহৎ মৃত্যুতিথি॥

নব জীবনের অঞ্জন দিলে দু'চোখে আমার এঁকে
মুক্তাকাশের স্বপ্ন রেখেছে বাইশে শ্রাবণে ঢেকে
এ জীবনে দাও যবনিকা টেনে
প্রাণ-বিদ্যুৎ-কণা হেনে হেনে
মুক্ত প্রাণের আগুনে পুড়ুক মরণের সঞ্চিতি।
আমার সাগর-স্বপ্ন জাগাক তোমার মৃত্যুতিথি॥

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবি ঠাকুরের ছবি, প্রথম দর্শনে

শিল্পের পবিত্র মুখ, সুডৌল সুস্থির
যেন কোন কারিগর—(সুবর্ণ নায়িকা
যার স্বপ্ন ইচ্ছা স্মৃতি)—গড়েছে নিজের
দূরতর প্রতিবিম্ব : জলের গভীরে
আকাশ যেমন তাকে ইশারা করলে
কাছে আসে, মগ্ন হয়, স্থির বিভাবরী।

কিন্তু তার ছবি অন্য ; জীবনে ভ্রূকুটি,
ব্যঙ্গ, কিংবা তীব্র সুরা—অথবা বিকল্প
দর্পণে বীভৎস ছায়া, দূরতম স্মৃতি
যামিনীতে বিপর্যস্ত। নাভি স্নায়ু শিরা
নীল রক্তে স্নাত হবে, বিবসনা নারী

ভাববে যৌবন গেল, জ্বল্‌লে ঈর্ষাতে
মুখ দেখবে চন্দ্রালোকে।

হাসি কিংবা গান—
ছবিতে বিবৃত হবে নির্বোধ কাহিনী!

অরুণ ভট্টাচার্য

বাইশে শ্রাবণ

বৈশাখে তুমি সূর্যসনাথ, শ্রাবণেতে গাঙ্গেয়
সমুদ্রে আজ আকাশ-প্রহরী মৈনাকও জঙ্গম ;
আর রাত্রিটা যতো প্রাচীরই হোক না, এবারের আশ্বিনে
স্থাবর এ মন চঞ্চল হবে অস্থির কল্লোলে।

হঠাৎ যদি বা তোমাকেই খুঁজি বিবর্ণ নগরীতে
পদাতিক মনে তুমিই এখনো জীবনের বিস্ময়,
কিন্তু উতলা রজনী শাঙনে বিচলিত সন্ধ্যায়—
ভূর্জপত্রে কোনো কবিতাই হয় না স্বাক্ষরিত।

তবুও এ কথা নিশ্চিত জেনো নির্বিধ প্রত্যয়ে
তোমাকে চেয়েছি প্রাত্যহিকের নিদারুণ সংগ্রামে,
বৈশাখে চাই, শ্রাবণে চেয়েছি, চৈত্রের রাত্রিতে—
তোমার প্রেরণা আমাকে করেছে সমুদ্র-সম্ভব।

কৃষ্ণ ধর

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।
এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।
এখনো স্বগত ভাবাবেগে
মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।
তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে ;
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।

তবুও নিশ্চিত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস—
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায় ;
আমার বিনিদ্র রাত্রে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে, নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে !

তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
তাই আজ চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে ॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য

২২শে শ্রাবণ

আবার এসেছে সজল কাজল মেঘ
আবার এসেছে বাইশে শ্রাবণ দিন।
অস্তরবির শেষ রাগিণীর সুর
পূরবীতে আজ বাজায় স্মরণ বীণ॥

ধূসর আকাশ মুখর ধুলার ঝড়ে
ধোঁয়াটে জীবন অসহায় চোখ মেলে।
খুঁজে ফেরে আজ কোথায় যুগের কবি,
এই দুর্দিনে তুমি আজ কোথা গেলে!

বাজাবে না সেই অভয়-শঙ্খ তব
উদয়ের পথে উদাত্ত আহ্বান?
রজনীগন্ধা! ধুলায় পড়ে সে থাক্,
রক্তজবার মালাতেই আজ মান॥

শ্রাবণের মেঘ উদাস হাওয়ায় ঘোরে
বৃষ্টির ধারা আজ হ'য়ে গেছে সারা।
ক্লান্ত ধরণী বিবশ বিধুর বেশে
দিগন্ত চেয়ে ব'সে আছে রবিহারা॥

তোমার কথা কি সকলি স্বপ্ন হলো
তাই কি বিধুর সন্ধ্যা সে বেদনায়!
তাই সেই ঢেউ উদ্বেল হলো আজ
জন-সাগরের কূলে কূলে উছলায়॥

কোমল সে স্মৃতি পেলব জ্যোছনা সম
সাগরের বুকে উচ্ছল হলো জানি।

রিক্ত শাখায় যে ব্যথায় ফোটে ফুল
ধূসর আকাশে সে স্বরের কানাকানি ॥

নবীন যুগের স্বস্তিবাচন তব
চিহ্নিত দেখি উদয়-সাগর তীরে।
জন-সাগরের উদ্বেল বেদনায়
চেয়ে দেখি সেই ছবি ঝলসায় নীরে ॥

বাইশে শ্রাবণ, আবার এসেছো তুমি
ভয় নেই, মোরা তোমারে করি নে ভয়।
দিয়ে গেছে ডাক পঁচিশে বৈশাখ
এ জগতে জানি তারি শুধু হবে জয় ॥

নবীন যুগের উদ্‌গাতা ওগো কবি,
পুরানো দিনের হ'য়ে গেছে অবসান।
আগামী দিনের নব সূর্যের লাগি'
শিখায়েছো তুমি গাহিতে নতুন গান।

মৃত্যুর মাঝে অমৃত আছে জানি,
সেই অমৃত জন-সমুদ্র মাঝে।
পূরবীর সুর স্মরণ-বীণায় তাই
ক'য়ে গেলো আজ বাইশে শ্রাবণ-সাঁঝে।

বন্দনা মোর চরণে প্রণাম হলো
চিরপ্রিয় কবি, তর্পণ আঁখিধার।
লহ এ প্রাণের ফোটা ফুল অঞ্জলি
স্মরণ-বাসরে আজিকার উপহার।

মনোরমা সিংহরায়

রবীন্দ্রনাথের নামে

হে প্রিয়, তোমার কথা। মনে-মনে তোমারই কথারা
বারংবার গুঞ্জরিত। দুরন্ত দুঃসহ কলোল্লাসে
রাজপথ উচ্ছ্বসিত। অয়মাত্মা অবজ্ঞাত। সাড়া
দাও, তুমি সাড়া দাও। কথার ইশারা এঁকে ঘাসে

হে প্রিয়, আমাকে নিয়ে এলে স্বর্গদ্বারে,—যে স্বর্গের
সৌরভের কণামাত্র ছুঁয়ে গ্রহ-তারা উন্মথিত।
মৃত, দীর্ঘ দ্বিপ্রহর ; সেখানেও তোমার প্রেমের
অকৃপণ জল-ছায়া। যদিও সর্বস্ব অপহৃত

বাণিজ্যের পৃথিবীতে, তবু তুমি, তোমার করুণা,—
না, না, প্রেম ; তোমার প্রেমের গানে প্রতিজ্ঞার জ্যোতি
প্রাণে-প্রাণে বিচ্ছুরিত। কলঙ্কিত মৃত্যু না, মৃত্যু না,
ক্লান্তিহীন তরঙ্গের অন্তহীন দিগন্ত-আরতি।

হে প্রিয়, তোমার কথা অন্ধকারে নির্জন-নিভৃতে
পেতে চাই, জন্ম চাই বারংবার মর্ত্যের ধূলিতে।

অরবিন্দ গুহ

উত্তরঅয়শচক্রে, প্রদক্ষিণ

আমরা ঘুরতে ঘুরতে কখন, উত্তরায়ণের
দেউড়ীতে এসে পড়লাম
ভুবনডাঙ্গার মাটি, চাঙর-মাটি, ধুলো, গেরুয়া
থেকে থেকে লাল ছোপ, গেরুয়া

গেরুয়া টানে টানে একটা বিরাট, দিগন্ত-
প্রয়াসী অস্ত, বিদায়
নীচু বাংলার আতুর সন্ধ্যা, অবিলোপী
খোয়াইয়ের পাটাতনের উপর বিচ্ছিন্ন, একা
প্রবল মূর্ছায় মুক্ত-বন্ধ
প্রকৃতি

মুক্ত
অন্তর্চেতনা
বন্ধ
আমার মধ্যে সমস্ত বহির্দেশ
অথবা বহিঃচরাচর বিন্যস্ত, বাস্তব, যেখানে
তোমার আমার সাযুজ্য, সত্তা
তারা
কত তারা তব আকাশে
আকাশের খচিতপ্রান্তর জুড়ে জুড়ে কতযুগ
নির্নিমেষ, তারা
আমআমলকী-সপ্তপর্ণীর, চৈতন্যপ্রহর
চলে বাউলবীথিকা,—উদয়াস্ত গান
আমার মিলন লাগি
তুমি
তোমার বিপুল জাগরণ
আনন্দরূপমমৃতম
অয়শ্চক্রে প্রদক্ষিণের পর, উত্তরাবর্তকক্ষে
অনুস্বর, বিন্দু
যদ্বিভাতি
দিঙ্মণ্ডল প্রসারিত, প্রসারিত, ঘূর্ণিত বাষ্পেমেঘে
যদ্বিভাতি

তোমার বিপুল জাগরণের মধ্যে, আমার
প্রবল মূর্ছা

প্রকৃতি, অপ্রাকৃত সুন্দর
বিপরীত ও সুন্দর
আনন্দরূপম্
নাকি আমাদের বহনের ক্লান্ত হাত, ক্লান্ত হাত
বহনের ক্লান্ত হাত, অমৃতকুম্ভ
ভেঙে প'ড়ে, ছত্রখান
কোপাইয়ের পাড়, কেয়াকাশের ডাক, গেরিমাটির লোহিত-
স্তব্ধতা যেখানে, তোমার
বিচিত্রআনন্দ, বাজে ॥

সিদ্ধেশ্বর সেন

রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি

তোমার নিজেরি স্কেচে চোখ রাখি তোমাতে আবার।
কাব্যে নয়, গল্পে নয়, কাহিনীমুখর উপন্যাসে—
তাও নয়। মানুষের জীবনের গূঢ় ইতিহাসে
লিপির চাতুর্যে থাকে পরিচয় যদিও সত্তার
প্রত্যেকের—তবুও তা ভেদ করে সমস্ত সংসার
বড় হয়। আর, যে-যে-রঙ খেলে সন্ধ্যার আকাশে,
যে-বর্ণ আলোকে জলে পৃথিবীর শিমূলে পলাশে,
সে-রঙে রঞ্জিত তুমি নিজের তুলিতে চমৎকার।

ইঁটখসা ভাড়া বাড়ি। তারি এক কোণে শুধু ঝোলে
রঙচটা ফ্রেমে আঁটা ঝুলমাখা শান্ত প্রতিকৃতি।
সকালে যখন উঠি সে-ই দেয় আশ্চর্য প্রতীতি
এই মনে। ম্লান চোখে ওই ছবি সারাদিন দোলে।
যে ছবিতে রেখে গেছে কবি তার আপনার মুখ
বহিরাবরণে তারি ছন্দে দেখি জীবন-কৌতুক!

দুর্গাদাস সরকার

আনন্দের অন্য নাম দুঃখ, সেই কবি

আনন্দের অন্য নাম দুঃখ, যাকে পদ্মপত্রনীরে
মুহূর্ত হাসিতে রাখি, কিংবা আঁকি মুক্তা বা হীরায়,
সামান্য হাওয়ার টানে সসাগরা দুঃখে যাবো ফিরে,
পুড়ে যাবো তীব্র তাপে সময়ের সমষ্টিপীড়ায়।
ভুলে যাই, পদক্ষেপ, পথের দুধারে অন্ধকার,
কোথাও বৃষ্টির নীচে কাঁচামাটি শস্যপটুয়ার—
যে স্বর শুনি না আমি, অদৃশ্য দৃশ্যের, ছন্দ তার
হাওয়ায় বহেছে যেন, খুলেছিল রক্তের দুয়ার।

আমি সে রক্তের ঘরে অহর্নিশ দুঃখ জেলে রাখি,
ঈপ্সার ধুলার দেহে জমে ওঠে পাঁক ও ব্যর্থতা,
আদিম ক্রমের নেশা ঘিরে থাকে স্নায়ুর অটবী—

ভালোবাসি বিস্ময়ের নদীর আকাশে কিছু পাখী,
প্রবাহিত স্মৃতিচিত্রে শব্দের গভীর ঘেরা লতা
আর দুঃখ গাঁথা তার আনন্দের ফুলে, সেই কবি।

তরুণ সান্যাল

পোড়া মাটি

এমনি করেই বছর বছর ঘুরবে,
পুড়বে মাঠের সবুজ দুব্বো মাঠে
চণ্ডবোশেখে যেমন পুড়েছে পূর্বে।

কেন না পাপ সে তোমার আমার মনে
বাপকে করে না কৃপা,
বৃথা বাপুজীর বাণী জ্বালো মণিদীপা,
কী ফল ফলবে শতপথ-ব্রাহ্মণে।

এ সবে কলির সন্ধ্যা—শ্মশান জ্বলে
আকাশে শকুন, রাত কাঁপে হরিবোলে ;
কান্নায় ভেঙে তুমি আমি সেও ভাসব
আজ নয় কাল—বাতাসে বিষের বাষ্প।

তবু তুমি বলো, পঁচিশে বোশেখ শুভ,
ঘরে শাঁখ, ভরো কর্পূর ধূপ দীপে ;—
শত্রু সে আসে কখন পা টিপে টিপে,
মরণ বিলোয় বিকিনি-ধুলোয় ধ্রুব।

এমনি করেই বছর বছরে ঘুরবে,
পুড়বে মাঠের সবুজ দুব্বো মাঠে—
এমন পোড়েনি পূর্বে।

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রভাবনা : উত্তরতিরিশ

১

দিনগুলি ঝরে যায় বৈশাখের সন্ন্যাসী হাওয়ায়
মানুষ হারিয়ে যায় মানুষের ভিড়ে।
প্রত্যয়ের তারা যত কায়াময় কালের তিমিরে
জ্বলে জ্বলে পথ খোঁজে গূঢ়তর আত্মচেতনায়
স্রোতের শবের মত দেখি এক তীরে আর নীরে
এবং নিজেকে বলি : আমি আর তাকাব না ফিরে
এ মাটিতে কি আসে কি যায় !
প্রশ্ন প্রেম প্রার্থনার পাখী যত আকাশ হারায়
ছায়া ভাসে মাটির শরীরে।

২

হয়তো স্বপ্নেরা শুধু মানুষের নিঃসঙ্গ দুরাশা।
সময়ে শিকারী হাসে। প্রেম শুধু মুগ্ধ প্রতিভাস
বিকার বিবেক এক। ছলনায় নিপুণ আকাশ
আনে আলো অন্ধকার। দোলে ঢেউ, মন মাটি ঘাস
দু'চোখে বিদ্যুৎ দ্যুতি। একবার বুঝি কাছে আসা
তারপর কুয়াশায় পণ খোঁজে ক্লান্ত ইতিহাস।

৩

এখন তোমাকে ফেলে কতদূর এসেছি যে তাই
মনে আসে। মন মেলে কোনদিন দেখবো তোমাকে ?
জরার্ত রোদের আলো ম্রিয়মাণ গাছের শাখায়
সূর্য ওঠে পঁচিশে বৈশাখে।
উজ্জ্বল জীবন গঙ্গা, ঢেউগুলি আনন্দে উত্তাল
দু'হাতে মাটিকে ডাকে। শেষ নেই, কালের সকাল
সময়ের সব মাঠ ভরে দিয়ে তবু চেয়ে থাকে—
আমরা কি পাব আর ? কোনদিন পেয়েছি তোমাকে ?
—দূরের মেঘের মত ছায়া আনে নির্জন বিশাল
ভ'রে দেয় আত্ম-চেতনাকে।

অসিতকুমার

দৃশ্যকাব্য

রোদ্দুরে যাই, রোদ্দুরে যাই মিলিয়ে
শরীর বিলিয়ে, বিধাতার চেয়ে শক্তিতে কিছু কম,
মানবিকতায় কিছু বেশী, তাই কিছু-কিছু বিভ্রম ;
আয়ুর শরতে রঘুবংশের দিলীপ আমার রাজা,
সূর্যের কাছে শুধু আমৃত্যু দেহত্যাগেই বাঁচা ;

মাঝে-মাঝে তবু সিঁড়ি ভেঙে নামি রুগ্ন হৃদয় নিয়ে,
রুগ্ন রূপকে ছায়া-নট সাজি : মালবিকাগ্নিমিত্রম্‌।

আত্মহত্যা করতে গিয়েও বারবার ফিরে আসা
নিজের বাড়িতে, নিজের বাড়ির ছাতে
চামেলি-মেঘেরা চৌকাঠ গড়ে মৃদুল সবল হাতে,
পুরুষ কবিকে সংহত দেখে ভয় পেয়ে যায় যম,
দেয়ালে নিজের বিশেষ রক্ত : আ মরি বাংলা ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ মৌলি পাহাড়, জলপ্রপাত আমি ;
দুঃখ তো আর বলি না ইনিয়ে-বিনিয়ে,
কবিতায় বাঁচে প্রজ্ঞাশাসিত অসুস্থ পাগলামি,
রোদ্দুরে যাই, রোদ্দরে যাই মিলিয়ে ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

রবীন্দ্র-সংগীত

এখানে আকাশ জুড়ে ফের ওঠে বৈশাখের স্তব
মত্তাতুর মনে মনে গুরুগুরু ঘনায় সংগীত
বৈতালিক ব্যাকুলিমা উদাত্ত মৃদঙ্গ কলরব
এখানে শহর-গ্রাম ছুঁয়ে যায় শ্রদ্ধার তড়িৎ।

ঋতুর রুদ্রাক্ষ ঘোরে চৈত্র-কুশলীর হাতে হাতে
নানান্‌ আবির-রঙে মনোহর হোলির আকাশ
রুচিরা তোমার শুনি কথাকলি হেমন্তের ছাতে
হে উজ্জ্বল পরমায়ু, তুমি কবি, অমেয় বিভাস!

শ্রাবণের ধারাপাতে চেনা সুর আঁকিবুকি কাটে
জানালার কাচে। গাছে সোনালী পালক ওঠে ভোরে

ফাল্গুনী হরিণ-দিন আশ্বিনের ধান-পাকা মাঠে
নরম রোদের মুখ নত করে। চোর-কুঠি ঘরে
তালা-চুপ বিশ্রামেরে বন্দী রেখে বৈশাখ-সকালে
বেরিয়ে পড়েছি আজ অন্য জীবনের হাত ধ'রে :
অন্য কোথা অন্য স্বর্গে। জরতপ্ত আত্মার কপালে
পিপাসা ছোঁয়াই ধীরে লক্ষ যুগ লাখো হিয়া ভরে'।

যে নদীর ঘুম ভাঙে জন্মদিন দ্বীপের চড়ায়
লগ্নের মাস্তুলে রোদ : নাতিদীর্ঘ একটি প্রণাম—
সে তোমার। তুমি আছ নাভি-পদ্ম বিশ্ববিশাখায় ;
খর মধ্যাহ্নের খাপে রবীন্দ্রনাথের একই নাম !

আনন্দ বাগ্‌চী

রবীন্দ্রনাথের তেইশ বছরের শোক

স্পষ্ট দেখা যায় সেই দীর্ঘকায় উজ্জ্বল যুবাকে
ঝক্‌ঝকে চোখের রঙ—যাকে দেখে দেবমূর্তি মনে হয়েছিল
নবীন সেনের। পশ্চিমের বারান্দায় স্পষ্ট দেখা যায়
স্তব্ধ তেইশ বছরের সুকুমার ভঙ্গিটির ছবি।
সদর, প্রাঙ্গণ কিংবা সামনের পথের দৃশ্য, মানুষ,—
জীবন স্মৃতির কটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে, হে পাঠক, কল্পনার সঙ্গে জুড়ে নিন্।

—আমার চোখের জল শিউলি ফুলের মত ঝরে গেছে আজ ভোর বেলা
কৈশোরে একটি মালা তুমি দিয়েছিলে, তার ফুলগুলি আজ
তোমাকে দিলাম, শুভ্র, চোখের জলের মত পবিত্র, অম্লান।
কাল সারা রাত ভরে রাশি রাশি জোনাকির উৎসব দেখেছি
পথভ্রষ্ট এক বনে,—মনে হল যেন আমি নীল অন্ধকারে
একটি নীলরঙা পাখি খুঁজতে বেরিয়েছি, যে আমার নাম ধরে
একদিন ঘুম ভাঙবার আগে ডেকে উঠেছিল। হে সখি, বিচ্ছেদ,

বলে দাও কার নাম ভালবাসা, মনে পড়ে একটি পতঙ্গের
ডানা ছিঁড়ে পুকুরের জলে ভাসিয়ে ছিলাম, একদিন নিতান্ত শৈশবে,
বহুদিন পর এক সন্ধেবেলা সেই কথা মনে ভেবে সহসা দুঃখের
প্লাবনে ডুবেছি আমি। কে সেই দুঃখের দূতী। তুমি নও, তুমি, ভালবাসা ?
পদ্মায় অনেক ছবি দেখেছি, প্রবাসে নীলিমায়
সুন্দরের স্তব্ধ গান, একদিন কোন্ মন্ত্র বলে
বৃক্ষের ভাষায় আমি বৃক্ষদের সাথে কথা বলতে শিখলাম।
কে শেখাল, ভালবাসা, তুমি, ভালবাসা ?
আমার চেয়েও তুমি মৃত্যুকে অধিক ভালবেসে কূল ছেড়ে
দেশান্তরে, কালান্তরে চলে গেলে, অথবা নতুন খেলা ভেবে
নিজের হৃদয় জেলে, চন্দন কাষ্ঠের মত শরীর পুড়িয়ে
মায়াবী দুঃখের সাজে আমাকে সাজালে, সর্ব অঙ্গে, চোখে, মুখে
হাতের নখের কোণে, ভুরুতে, কপালে ঠিক জোনাকির মত
শীতল আগুন এঁকে দিলে।
এখন আমাকে ঘিরে কে রয়েছে, তুমি নও, মনে হয় অন্য একজন
আমি তার স্পর্শ পাই, আমি তার স্বরূপ জানি না।

—আমি শোক, চিনতে পারোনি, আমি যৌবনের প্রথম প্রহরী,
তোমার হৃদয় আমি মুচড়ে ভেঙে টেনে আনব নির্বাসিত দ্বিতীয় যুবাকে
তোমার অযুত মূর্তি চতুর্দিকে, চেয়ে দেখ, উদ্ভাসিত চোখে
মহর্ষি আকাশ তাঁর দক্ষিণ হস্তের বরাভয়
তোমার সম্মুখ দিকে রেখেছেন ; দেখ এই বাতাসের স্রোত
কত প্রিয় শব্দ কত প্রিয় গন্ধ নিয়ে যায়, কুহকী সময়
কালো ওড়না ঢাকা দেয় চকিতে প্রেমের শুভ্র মুখে।
আমি শোক, ব্যাধের শরের মত শোক—
আত্মশুদ্ধ, মহৎ দস্যুর মত তোমাকেও পোড়াবো তীব্র দাহে,
যেন সেই যন্ত্রণার স্রোত, একদিন নানা বর্ণে উৎসারিত হয়, যেন
প্রতিদিন ভালবাসা এবং আমার প্রতি প্রতিশোধ নিতে
তুমি সব ভুলে থাক, সুখ, শান্তি, সচ্ছলতা তৃপ্তির আসব।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আত্মার শরিক

কী করে এড়াবে মৃত্যু, জেনো
প্রশান্ত পাতায় কালো লেখা
বৃন্তচ্যুত শোকলগ্নে ভগ্ন হবে
অনাসক্ত রিক্ত শাখা, চিহ্ন রাখবে না
তখন দুঃখের ভাগ, মূঢ়ের মতন
কেউ নেবে ?   শুদ্ধ শান্ত শান্তিনিকেতন।

মলিন কণ্ঠের শোকে ছাই ওড়ে
আগ্নেয় হৃদয় দীর্ণ হয় হাহাকারে
বুঝি বা অশ্রুর চেয়ে বেশী
রবীন্দ্রনাথের গানে প্রাণ পায় সুরসর্বদেশী।

শংকর চট্টোপাধ্যায়

রাজা

সমৃদ্ধ আকাশ শান্ত নন্দিত বিস্তৃতি, কালো মেঘ মুহূর্ত বিজয়
রৌদ্র যেন প্রস্তুত আরতি।
স্মরণীয় ধাতু আছে প্রেরণার প্রতিষ্ঠ গুহায়।   অলৌকিক নিবিড় অন্বয়
অন্ধকারে কুৎসিত বিকৃত রাজা বীণা হাতে নিশ্চিত প্রেমিক
ভালোবাসা বর্ণময় গতি।

সারাদিন বৃষ্টির তমসা আর অচেতন বিকেলবেলায়
রামধনু অসহ্য অলীক।
মেঘের ধূসর বোধ স্নায়ুতে-স্নায়ুতে, আলো জ্বলে হলুদ অমায়।
মৃত্যু এক নেশার বিবর্ণ, অসুস্থ চেতনা সাদা অন্ধকার ঘরে
রানী নেই।   একা, রক্ত, বিক্ষত, পাণ্ডুর।   দরজা রুদ্ধ আছে ঠিক।

সম্পন্ন শিরীষগাছ উধাও দেখেছি, কৃষ্ণচূড়া উজ্জ্বল নিশ্চয়
আমরা তো। মৃত্যু এক নির্মিত নিয়ম!
যখন তারা-ও নিবে যায় হাওয়া আসে নম্র মনোময়—
কোথায় একটি বাড়ি, একটি গুহার হীরা, আলোকিত তন্ময় বাগান?
বিকৃত শরীর, দেখো, অন্ধকারে বাজাতে পারি না বীণা!
ভালোবাসা স্থবির অক্ষম।

আলোক সরকার

পঁচিশে বৈশাখ চ'লছে

জীবনকে রেখেছি শুইয়ে মরণের পাশে।
আলো নিবলে অন্ধকার আড়ি পাতে কোথায় কখন
জানি না। তবুও ছাখো হেঁটে যাচ্ছি এক সর্বনাশ থেকে অন্য সর্বনাশে।

আমি চোখ মেললে আলো জ্বলে উঠবে কি না উঠবে জানি না আকাশে
তথাপি দৃষ্টিতে সুখ দৃশ্য হয় বসন্ত উজাড়
রক্তকরবীর ডালে থরোথরো যখন যৌবন।

আমার অস্তিত্ব জুড়ে খোলা থাকে আসা যাওয়া দুদিকের দ্বার
চোখ মেললে সর্বনাশ গান হয়, অন্ধকার কোথাও নাহি রে
একটি বিচ্ছিন্ন দিন চলে যাচ্ছে পাশে ফেলে কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়
মনে নিত্য আসো যাও, চোখের আলোয় দেখি চোখের বাহিরে॥

তুষার চট্টোপাধ্যায়

নৈঃসঙ্গ্য এবং ফুলগুলি

(রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত)

পূজার বেদীতে দেবো ফুলমালা, এতদিনে উন্মোচিত বুকের বাসনা
বাগানে কুঁড়ির বেলা অবসিত। বাতাসে কে তুমি, পল্লবিত
নেমে আসো দ্রুত পায়ে, ডালে ডালে ক্ষয়িষ্ণু পাতায়
আমি যাই বেড়ার আবদ্ধ দ্বার খুলে দূর মন্দির-পাষাণে।

সকলে অঞ্জলি দিয়ে ফিরে গেছে, আমার নির্জন করপুটে
তুমি নাও শ্বেত পদ্ম। ঘন লাল গোলাপের তোড়া যে বাঁধিনি
শাদা মেঘ নেমেছিল একবার এই উপবনে
চিরকাল ছিল দুঃখী অন্ধকার, কুণ্ঠিত শিশির।

তুমি কি নেবে না অর্ঘ্য ? শূন্যতার রক্তহীন ডালি
অস্তগত সূর্য লাগে বিষণ্ণ মালায়
এত তীব্র বর্ণরাজি, প্রত্যাখ্যান তবু
পাথরে নামিয়ে রাখি নিঃসঙ্গতা এবং বিবর্ণ ফুলগুলি।

মানস রায়চৌধুরী

রবীন্দ্র-সংগীত

সেই সুর শুনি আর ধূলিবর্ণ প্রত্যহের শোক
মৃত্যুর কলঙ্ক-পটে স্রোতস্বতী প্রাণের অঙ্কন ;
প্রেয়সীর মত শোক এলো ছদ্ম-সুখে, রাত্রি তাই
বেদনায় সৌরনারী, হাতে তার ভোরের কঙ্কণ !

এই ধ্বনি নীলকান্ত মেঘে মেঘে তারার কাকলী,
হৃদয়ের নিশিপদ্মে যন্ত্রণার উন্মীলিত সুখ !

সুরের তরঙ্গ সে কী বিভোর আনন্দে আঁকে ছায়া :
সমুদ্র-মুকুরে দেখি বাসনার প্রিয়তম মুখ।

আকাঙ্ক্ষার অন্ধকার এখন নিবিড় অনুভবে
মনে হ'ল হ'তে পারে স্বর্ণরাগ সূর্য-নিকেতন ;
যেখানে নিসর্গনীল অরণ্য-মুকুটে আঁকা মুখ,
দেবর্ষি পৃথিবী আর পৃথিবীর অফুরন্ত মন ॥

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

বাইশে শ্রাবণের কবিতা

শ্রাবণ কি ঢেকে দেবে তাকে ? এই মেঘ-ছলোছলো
আকাশে হারাবে তার সব কথা, সব গান ? বলো,
সব হাসি মুছে নেবে এই ম্লান বিষণ্ণ অশ্রুর
অঝোর প্লাবন ? আহা, তা হলে হারাবে সব সুর !

হারাবে কি ? না-না, এই শ্রাবণের সজল কাজল
মেঘে-মেঘে তারই গান, তারই সুর করে টলোমল।
তারই নাম লেখা এই বিদ্যুতের উজ্জ্বল অক্ষরে
শ্রাবণী আকাশে। আর ঝড়ের সেতারে ঝরে পড়ে
তারই সুর। তারই গান অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারায়।
তারই কথা ভেসে আসে উতরোল শ্রাবণ-সন্ধ্যায়।

শ্রাবণ কি মুছে নেবে তাকে ? না-না। তার কথা-সুর
আর গান হারাবে না কোনোদিনও। বৃষ্টির নূপুর
গেয়ে যাবে তার গান, তার নাম, শুধু তারই নাম :

বিস্ময়-প্রণত প্রাণে তাই আজ জানাই প্রণাম ॥

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

বাইশে শ্রাবণে

প্রহরের পর জেগেছি প্রহর তবে এ মালা
গেঁথেছি যে আমি আমার অনেক চোখের জলে
কাকে দেব আমি আমার বেদনা আমার জ্বালা ?

ডাক দিল নাকি বিদিশার বনে কোকিল দলে
আমি ভুলে গেছি (ক্ষমা করো ভাই) সে পদাবলী
তবে এই মালা কাকে দেব, আমি কাহার গলে ?

এই মাঠে মাঠে কচি ধানশীষে গানের কলি
ফুরিয়ে গিয়েছে : গান নেই কোন নদীর তটে
তবে কি বাতাস যাবে এ মালার বর্ণ দলি' ?

যখনই তাকাই তোমার শিরীষে, তোমার বটে
শাখায় শাখায় স্থর বেজে ওঠে পাখিরা গায়
স্নিগ্ধ সলিল ধীরে ধীরে লাগে নদীর তটে ।

আর চেয়ে দেখি অদূরেতে কারা নৌকা বায়
সেখানেতে স্থর : নদীতে নদীতে শান্তি নামে :
এ মালা আমার তখনই দিয়েছি তোমার পায় ॥

শিশিরকুমার দাস

রবীন্দ্রনাথ

তুমি তো দিয়েছ খুলে দরজাগুলি অবাধ চৌদিকে—
এ বিশ্ব নিখিলে রতি পেল তার আপন সঙ্গীকে ।
ছড়ালে নতুন বীজ মাটির নিবিড় বুকে প্রাণে,
তুমি তো আকণ্ঠ তৃষ্ণা মৃত্তিকার আজন্ম সন্ধানে ।

কখনো মৌমাছি তুমি একান্ত নিভৃত সংগোপনে
গুনগুন স্বর হও, গান হও, অশ্রু হও মনে।

তুমি বহমান এক প্রশান্ত গভীর ঘন নদী
সিন্ধু নীল এক হয়ে বহে নিরবধি।
তুমি বসন্তের পূর্ণ সমারোহ ঋতুতে ঋতুতে,
আমি সব ঋতু প্রিয় তোমাকে পারিনি তবু ছুঁতে।

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

রবন ঠাকুরের শ্যামলী

বুকে রাখো স্বর্ণিকা, গান রৌদ্রবেলা।
প্রীতি করো বুকে ধরো দুঃখী তাপী দিন
দেখ হে, স্বর্ণরেখা উন্মোচিত স্বর্ণচূড়া জলে
কেমন অলগ্ন খুশি খুলে তবু রহস্যের নদী।

কাছে পাই তাকে বলি, ধুলো মাটি হাওয়া।
কোনো-কোনো স্মৃতিচিত্রে এঁকেছি বা মুছেছি দেয়াল,
কখনো জ্যোৎস্নার জন্ম···ধারাস্নানে, মৃদু পদপাতে
প্লাবিত প্রবাহে বুঝি পেয়ে গেছি তাকে
যে আমার মগ্নপ্রাণ, উদ্ভাসিত বাঁচা।

অল্প নিয়ে আছি এই
আমার যা-কিছু যায়, মেঘরৌদ্রে লীন বনাবেশ।
বিপুল সুদূর আনি প্রতিবেশী সন্ধ্যা···পাখির মালার রেখা শূন্যে ফেরে ;
মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ে।
সমস্ত আকাশে মুখ মেঘলা ভালোবাসা।

কয়েকটি আত্মীয় স্মৃতি···তন্ময়তা, নির্বাসিত বৃষ্টির নির্জন
খোলা আছে দরোজা হাওয়ার। কাকে ডাকি,
কাকে বুকে রাখি ; নীল
আলো অন্যমন একা একা।

বিনিদ্র ঝড়ের রঙ বাইরে, ঘরে।
প্রাণের হাওয়াকে
মেঘের লিখনে বেঁধে উড়িয়েছি উদয়সাগরে।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ

মৃত্যুকে দূরেই রাখি, জীবনের পঞ্চাগ্নি আলোয়
চোখে রাখি সর্বদাই পূর্ণতার প্রতীক কবিকে—
—বিষ্ণু দে

আজন্ম বিশ্বাসী মন ইদানীং নেতির শাসনে
সংশয়বিলাসী। অন্ধ-আনুগত্যে প্রসন্ন যদিও,
গার্হস্থ্য সুন্দর ছবি চোখে ভাসে, আজো রমণীয়—
প্রলুব্ধ সংসার ছেড়ে চলে যাওয়া দুস্থ নির্বাসনে।

আবক্ষ নিমগ্ন তরী,—প্রতিকুল ঝড়ের আঘাতে
সন্ত্রস্ত নাবিক ধরে ভাঙা-হাল সজোরে শঙ্কায়,
(আসন্ন মৃত্যুকে বুঝি দেবে না সে সম্মতি স্বেচ্ছায় !)
সব শক্তি জড়ো করে শেষবার মুষ্টিবদ্ধ হাতে।

মৃত্যুকে দূরেই রাখি প্রাণপণে, নিশ্চিত জেনেও।
অদূরে অস্পষ্ট ছবি ঊর্ধ্বগ্রীব পর্বতের চূড়া।

মাতাল, মাতাল আমি, আকণ্ঠ করেছি পান সুরা—
তীব্র তিক্ত জীবনের ব্যূহ আর লাগে না তুর্জ্জেয়।
তুঃখের আশ্রয়ী আমি। ইদানীং নেতির শাসনে—
নিরাশ্রয়ী শূন্যতাও ভরে গেছে আলোর প্লাবনে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

প্রতিদিন পঁচিশে বৈশাখ

চেয়ো না উজ্জ্বল কণ্ঠ আর কোন দৃশ্যকে চেয়ো না।
কাল যারা ফিরে গেছে, শব্দহীন ফিরে গেছে কাল
দেখেছে বিক্ষত ছায়া সারাদিন বিবর্ণ প্রহরে
পায়ে পায়ে পথ হেঁটে অর্বাচীন নিমগ্ন সন্ধ্যায়
এঁকেছে ধূসর চিহ্ন : তার ছায়া স্মৃতিমুখ আর
চেয়ো না উজ্জ্বল তুমি আর কোন দৃশ্যকে চেয়ো না।

দৃষ্টিকে গভীর করো : ধ্বনিময় প্রসারিত দূরে
ছাখো রে জন্মের দিন প্রতিদিন পঁচিশে বৈশাখ।
আলোর অবাক সূর্য—ছাখো ছাখো সম্মুখে সংসার
সম্পন্ন পৃথিবী মগ্ন প্রত্যাশার গভীর উৎসবে ;
স্বর্ণাভ দিনের স্বপ্নে ভালবাসা প্লাবিত প্রান্তরে
স্পর্শকে দিগন্ত করে প্রতিদিন পঁচিশে বৈশাখ।

আশিস সান্যাল

মনে মনে

অরুণময়ী তরুণী ঊষা জাগিয়েছিল গান,
জগৎস্রোতে ভেসে চল রে পেয়েছ আহ্বান।
পড়েছিলুম আমিও সেই প্রভাতসংগীত,
ভাঁটিতে ভাসি, উজানে যাই—যেখানে সংবিৎ
নিবিড় হয়, গভীর হয়, পূর্ণ চোখে চাই—
বারেবারেই সেই সকাল হৃদয়ে ফিরে পাই!

বকুলবনে সে কোন্ পাখি চিরকালের ধন,
বনের ঘ্রাণ নিয়ে বাতাস তাতেই সঁপে মন।
ধ্রুবত্বের মূর্তি গাছ, চিরত্বের তুমি।
বোধের ঢেউয়ে দিলে কী বেগ বিপুলপ্রাণভূমি!
তাতেই হলো মরণশীল পরম মধুময়।
পথের ধারে দেখি সজাগ জগৎ-দেবালয়!

আকাশ-যবনিকার পারে অশেষ অক্ষয়ে
হারাতে চাই, হারাতে পাই প্রাণের বিস্ময়ে!

হরপ্রসাদ মিত্র

তোমার নামের মন্ত্র জপে

কুয়াশার বন্ধ্যা পট দৃপ্ত হাতে ছিঁড়ে
আশার সকাল জ্বালি আকাশে আমার,
আমার আকাশ আরও বিশাল তখন,
আমার দিগন্ত আরও দূরে গেছে সরে,

অবিরল হাহাকার বন্যা বেঁধে বুকে
নদীকে আবার করি প্রাণের প্রতীক,
মরুর বালিতে হেনে নবান্নের দিন
অন্তহীন সুযোগের খুলে ফেলি ডালি,

বাঁচার কারণ পাই—বাঁচার আশ্বাস,
যে-আশ্বাসে ফোটে ফুল পাখি গায় গান,
যে-আশ্বাসে পৃথিবীর আহ্নিক প্রয়াণ।
তোমার নামের সুরে জীবনের সুর ॥

স্থরজিৎ দাশগুপ্ত